ARISTOTLE

অ্যারিস্টটল

ARISTOTLE
অ্যারিস্টটল

384 BC – 322 BC

ARISTOTLE
অ্যারিস্টটল

- Born in Stagira in Thrace.
- Pupil of Plato
- After Plato's death, toured extensively for 12 years and gathered experience of the constitutions of 158 city-states
- Tutor of Alexander

- জন্ম – থ্রেসের স্টাগিরা
- প্লেটোর শিষ্য
- প্লেটোর মৃত্যুর পর দীর্ঘ ১২ বৎসর ভ্রমণ এবং ১৫৮টি নগর-রাষ্ট্রের সংবিধানের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।
- আলেকজান্ডার-এর শিক্ষক

ARISTOTLE
অ্যারিস্টটল

- Founder of the institution named ‘Lyceum’.
- Aristotle’s Corpus includes ‘On Justice’, ‘On the Soul’, ‘On the Sciences’, ‘On Plants’, ‘On Motion’, ‘On Astronomy’.

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘লিসিয়াম’-এর প্রতিষ্ঠাতা
- তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছেঃ ‘On Justice’, ‘On the Soul’, ‘On the Sciences’, ‘On Plants’, ‘On Motion’, ‘On Astronomy’ I

ARISTOTLE
অ্যারিস্টটল

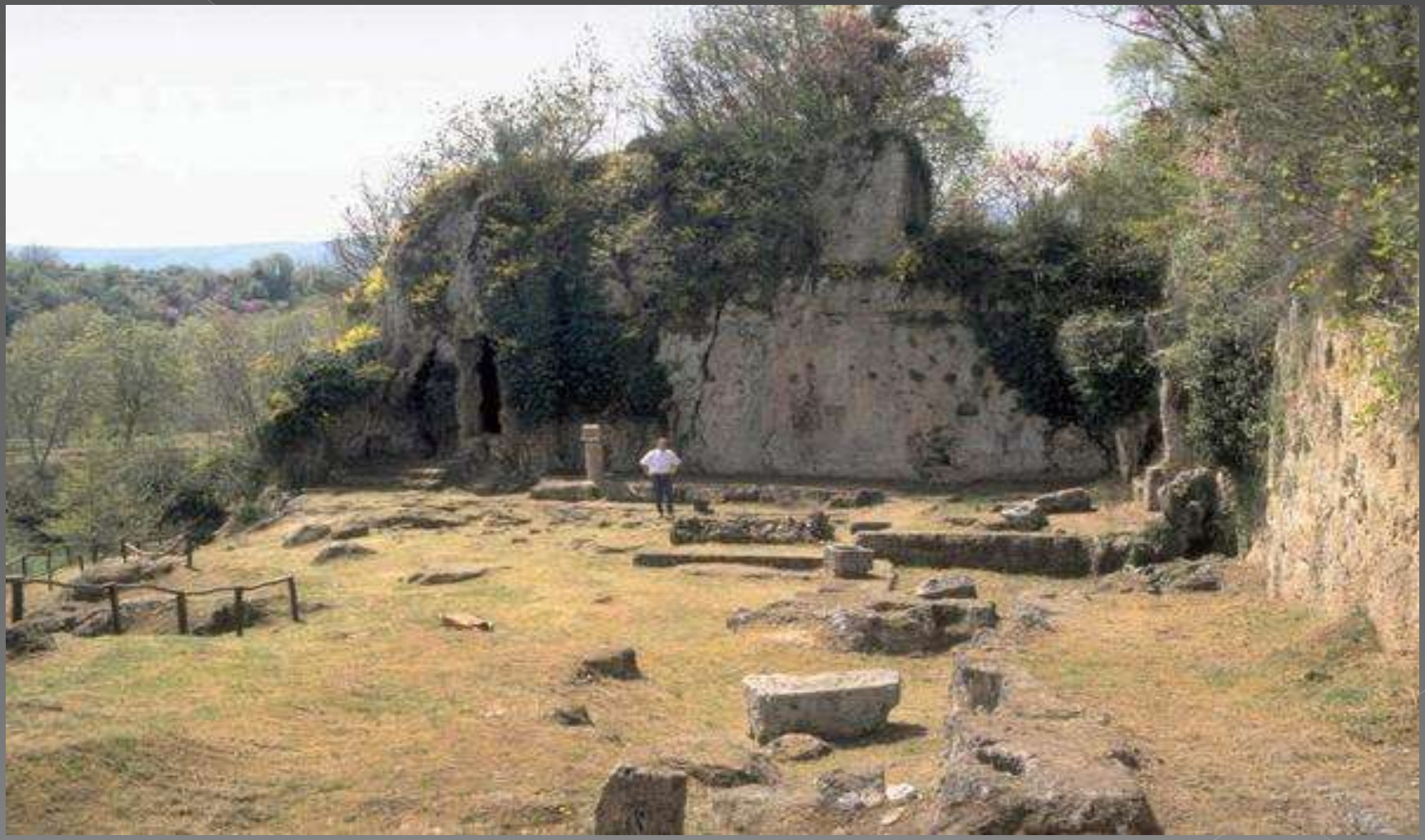

ARISTOTLE
অ্যারিস্টটল

- The most important book being ‘Politics’.
- It consists of 8 books.
- Book I – An interpolation and includes introduction and concept of slavery.
- Book II, III, VII & VIII – Ideal State
- Book IV, V & VI – Constitutions of 158 city-states, i.e., actual states.

- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ – ‘পলিটিক্স’।
- গ্রন্থটি আঠটি খন্ডে বিভক্ত।
- প্রথম খন্ড – সবচেয়ে শেষে যুক্ত করা হয়। রয়েছে ভূমিকা এবং কৃতদাস প্রথার ধারণা।
- II, III, VII ও VIII খন্ড – আদর্শ রাষ্ট্র
- IV, V ও VI – ১৫৮টি নগর রাষ্ট্রের বাস্তব ব্যবস্থার ধারণা।

ARISTOTLE
অ্যারিস্টটল

- Broad Questions
- 1. Discuss Aristotelian classification of Constitutions. Do you think that this classification has relevance till today?
- 2. Critically examine the nature of Aristotelian State. How does it differ from Plato's Ideal State.
- 3. Lay down the contribution of Aristotle to political thinking.

ARISTOTLE ON CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS: INTRODUCTION

- According to Aristotle, Constitution does not only signify the proper arrangement of different organs of state.
- It also lays down qualifications necessary for a particular office.
- Besides, it throws light on the policies, plans and strategies to be adopted by the government for running the state.

- অ্যারিস্টটলের মতানুসারে সংবিধানে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সঠিক বন্দোবস্তকে বোঝায় না।
- সংবিধান এটাও নির্ধারণ করে যে একটি পদ বিশেষের জন্য কোন ব্যক্তি উপযুক্ত।
- এছাড়া এর মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার কোন নীতি, পরিকল্পনা বা পথ অবলম্বন করবে সেগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।

ARISTOTLE ON CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS INTRODUCTION (CONTINUED)

- Thus, Aristotle has used 'Constitution', 'Government' and 'State' synonymously.
- According to Aristotle, two types of Constitution:

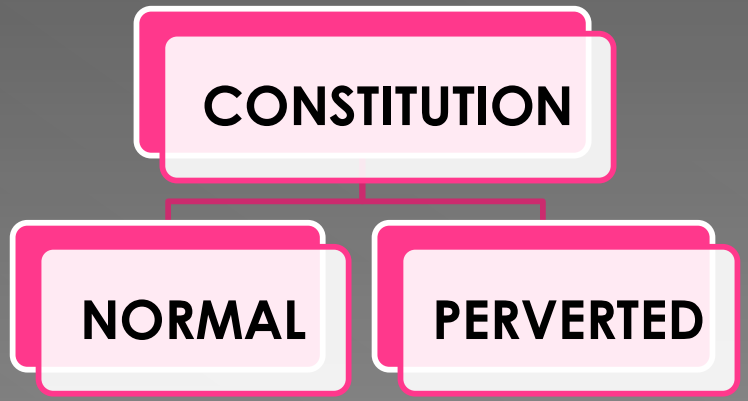

- ফলে দেখা যায় যে অ্যারিস্টটল 'সংবিধান', 'সরকার' এবং 'রাষ্ট্রকে' একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।
- অ্যারিস্টটলের ধারণায় দুই ধরণের সংবিধান:

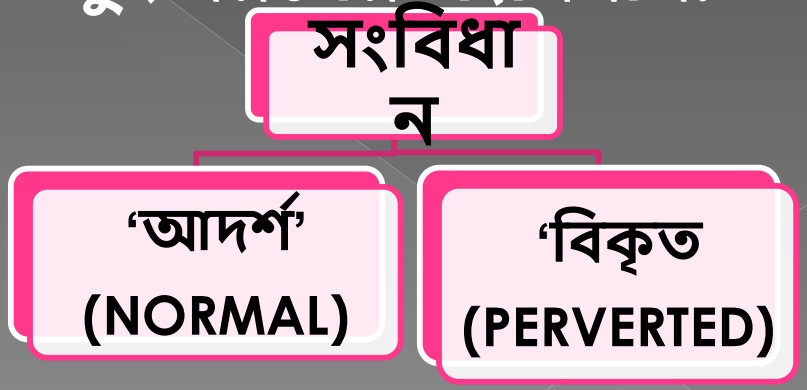

ARISTOTLE ON CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS INTRODUCTION (CONTINUED)

- According to Aristotle, "Aim and end of the state is to promote happiness and to create conditions essential for the promotion of good life of the people.'
- So that state is best which promotes good life of the people.

- অ্যারিস্টটলের মতে, "Aim and end of the state is to promote happiness and to create conditions essential for the promotion of good life of the people.'
- অর্থাৎ, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল সুন্দর জীবনকে প্রতিফলিত করা। ফলে সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ যা সুন্দর জীবনের পথ প্রশস্ত করে।

ARISTOTLE ON CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS INTRODUCTION (CONTINUED)

- To him, that constitution can be regarded as 'normal or ideal' which achieve success in fulfilling the desires of the common people.
- On the other hand, if a constitution fails to live up to its ideals, it is termed as 'perverted'.
- However, Aristotle believed that no Constitution is absolutely good or bad. It is comparatively good or bad.

- তাঁর মতে একটি সংবিধানকে সঠিক বা আদর্শ সংবিধান হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে যদি সে মানুশের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে সফল হয়।
- অপরদিকে সংবিধান যদি নিজের আদর্শের পথ থেকে বিপথগামী হয়ে পরে তাহলে তা হবে বিকৃত সংবিধান।
- তবে অ্যারিস্টটল মনে করতেন যে কোন সংবিধান চূড়ান্ত ভাল বা মন্দ হয় না। এটি তুলনামূলক রূপে ভাল বা মন্দ হয়ে থাকে।

CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS

- Aristotle classified Constitution on the of ‘quantity’ and ‘quality’
- The first one signifies number of persons associated with governance –
- One
- or Few
- or Many

- অ্যারিস্টটল-এর সংবিধান শ্রেণীবিভাজন ‘সংখ্যা’ এবং ‘গুণাবলী’-র উপর প্রতিষ্ঠিত।
- প্রথমটি বলতে বোঝায় যে কত সংখ্যক মানুষ সরকার পরিচালনায় যুক্ত রয়েছে –
- একজন
- নাকি অল্প কয়েকজন
- নাকি বহুজন।

CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS (CONTINUED)

- By quality, he meant as to how power is used by those who wields authority –
- For the welfare of common people
- Or for fulfilment of their own selfish ends.

- দ্বিতীয়টির অর্থ হল যে যারা ক্ষমতাসীন রয়েছেন তারা ক্ষমতাকে কি রূপে ব্যবহার করছেন –
- জনকল্যানের (common welfare) জন্য
- নাকি ব্যক্তিগত স্বার্থ (selfish ends) সাধনের জন্য।

CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS (CONTINUED)

- When one, few and many people administers keeping in view the welfare of all living in society is known as 'ideal' or 'normal' constitutions.
- He termed rule of one as 'Monarchy'
- rule of few as 'Aristocracy'
- and rule of many as 'Polity'

- একজন, অল্প কয়েকজন এবং বহুজন সমাজের সকলের দিকে তাকিয়ে যখন শাসন কার্য পরিচালনা করে তখন তাকে আদর্শ বা সঠিক সংবিধান বলা হয়।
- তিনি একজনের শাসনকে রাজতন্ত্র (Monarchy) বলেছেন,
- অল্প কয়েকজনের শাসনকে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)
- এবং বহুজনের শাসনকে পলিটি (Polity)।

CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS (CONTINUED)

- On the hand, a constitution is 'perverted' if one, few and many people govern to fulfil narrow or personal interests.

- These are respectively Tyranny
- Oligarchy
- Democracy

- অপরদিকে যদি একজন, অল্প কয়েকজন এবং বহুজন সঙ্কীর্ণ বা ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য সংবিধানকে ব্যবহার করে, সেগুলিকে তিনি বিকৃত (perverted) সংবিধান হিসাবে বিবেচনা করেছেন।
- এগুলি যথাক্রমে স্বৈরতন্ত্র (Tyranny),
- সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র (Oligarchy)
- এবং গণতন্ত্র (Democracy) নামে পরিচিত।

CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS (CONTINUED)

- Thus, the opposite of monarchy is tyranny;
- The opposite of aristocracy is oligarchy;
- and the opposite of polity is democracy.

- ফলে রাজতন্ত্রের বিপরীত হল স্বৈরতন্ত্র;
- অভিজাততন্ত্রের বিপরীত সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র;
- এবং পলিটির বিপরীত গণতন্ত্র।

CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS (CONTINUED)

- According to Aristotle, "None of the three is directed to the advantage of the whole body of citizens. Tyranny is a kind of monarchy which has in view the interest of the few. Oligarchy has in view the interest of the wealthy and democracy of the needy."
- অ্যারিস্টটল-এর মতে, "None of the three is directed to the advantage of the whole body of citizens. Tyranny is a kind of monarchy which has in view the interest of the few. Oligarchy has in view the interest of the wealthy and democracy of the needy.`

CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS (CONTINUED)

- Aristotle's classification of constitutions can be tabulated as follows:

Number (সংখ্যা)	Normal (সঠিক)	Perverted (বিকৃত)
One (একজন)	Monarchy (রাজতন্ত্র)	Tyranny (স্বৈরতন্ত্র)
Few (অল্প কয়েকজন)	Aristocracy (অভিজাততন্ত্র)	Oligarchy (সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র)
Many (বহুজন)	Polity (পলিটি)	Democracy (গণতন্ত্র)

CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS (CONTINUED)

- Aristotle believed that no constitution or government is permanent.
- The change from one form of constitution to another is inevitable.
- He opined that one form degenerates with time and transforms into its perverted form.
- It is obvious that those who hold power become self-centred and selfish in the long run.

- অ্যারিস্টটল মনে করতেন যে কোন সংবিধান বা সরকার স্থায়ী নয়।
- সংবিধানের একটি রূপ অন্য একটি রূপে পরিবর্তিত হতে বাধ্য।
- তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি সঠিক রূপের সময়ের সাথে অধঃপতন ঘটে এবং সেটি অনুরূপ বিকৃত রূপে রূপান্তরিত হয়।
- কারণ যারা ক্ষমতাসীন থাকে তাদের কালান্তরে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর হওয়া স্বাভাবিক।

CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS (CONTINUED)

- As a result, Monarchy degenerates into Tyranny;
- Tyranny into Aristocracy;
- Aristocracy into Oligarchy;
- Oligarchy into Polity;
- and Polity into Democracy.
- It may be said that constitutions and government revolves into a circular form.

- এর ফলে রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে;
- স্বৈরতন্ত্র অভিজাততন্ত্রে;
- অভিজাততন্ত্র সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্রে;
- সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র পলিটিতে;
- এবং পলিটি গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে থাকে।
- বলা যেতে পারে যে সংবিধান এবং সরকার বৃত্তাকারে ঘুড়তে থাকে।

CLASSIFICATION OF CONSTITUTIONS (CONTINUED)

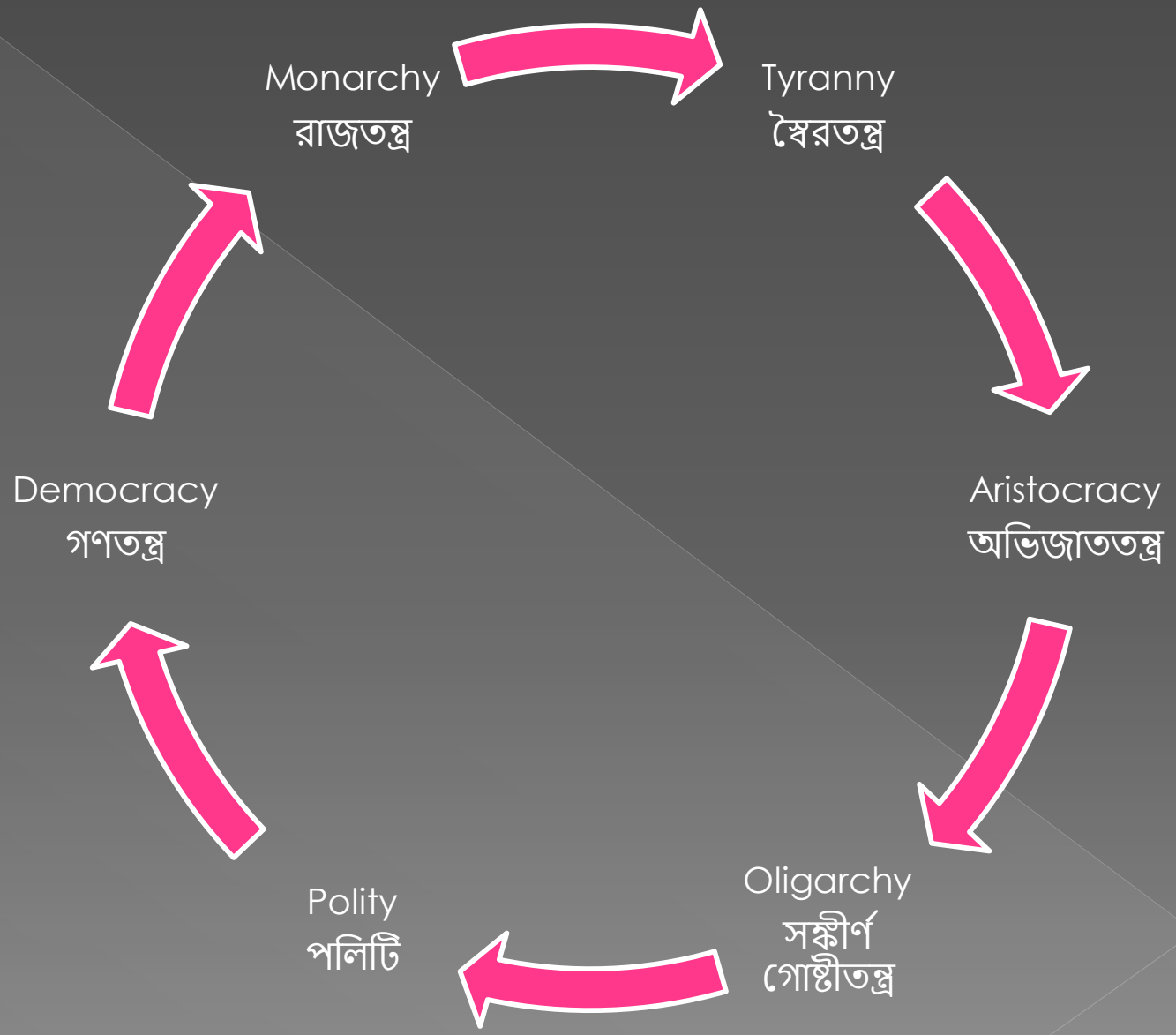

Best Constitution in View of Aristotle
অ্যারিস্টটলের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান

- Aristotle personally believed that Monarchy is the best Constitution or Government, provided the king bears the qualities of wisdom and intellect.
- Others Constitutions are subordinate to Monarchy.

- তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতেন যে রাজতন্ত্র হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান বা সরকার যদি রাজা অনন্য প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন।
- অন্যান্য সংবিধানগুলি রাজতন্ত্রের অধীনে।

Best Constitution in View of Aristotle
অ্যারিস্টটলের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান

- However, Aristotle was not an idealist.
- He was a realist. He maintained that Constitution is best which is practicable and acceptable in a specific environment.
- Due to this, he was of the opinion that Polity is the best practicable Constitution.

- তবে অ্যারিস্টটল কল্পনাপ্রবণ ছিলেন না।
- তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি মনে করতেন যে সেই সংবিধান সর্বশ্রেষ্ঠ যা বিশেষ পরিবেষে বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য।
- এই কারণে তিনি পলিটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তব সংবিধান হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন।

Best Constitution in View of Aristotle
অ্যারিস্টটলের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান

- In Polity, the responsibility of administration is given upon the middle-class.
- To him, middle class can bring about coordination between the rich and the poor.
- Moral and intellectual qualities are present in them.
- Moreover, the middle-class administered state can check the ruling class from becoming corrupt.

- পলিটির মধ্যে মধ্যবিত্তের উপর শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।
- তাঁর মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ধনী এবং দরিদ্রের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে।
- নৈতিক এবং বুদ্ধিদিপ্ত গুণাবলী এদের মধ্যেই উপস্থিত।
- এছাড়া, সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র শাসক শ্রেণীকে বিপথগামী হতে সংযত করে।

Relevance of Aristotle's Classification in Contemporary Times
বর্তমানকালে অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

- Several political thinkers believe that Aristotle's classification has lost its relevance in contemporary times.
- Barker in his 'Politics of Aristotle' has maintained that his classification on the basis of quantity has actually led to class-divisions.
- For instance, oligarchy signifies the rule of the rich and democracy, the rule of the poor.

- অ্যারিস্টটলের সংবিধান শ্রেণীবিভাগ বর্তমানকালে প্রাসঙ্গিক নয় বলে অনেক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ মনে করেন।
- বার্কার তাঁর গ্রন্থ, 'Politics of Aristotle'-এ বলেছেন যে তাঁর সংখ্যা-ভিত্তিক সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ আসলে শ্রেণীভিত্তিক হয়ে দাড়িয়েছে।
- উদাহরণরূপে তিনি বলেন যে সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র ধনী শ্রেণীর শাসন এবং গণতন্ত্র হল গরীব শ্রেণীর শাসন।

Relevance of Aristotle's Classification in Contemporary Times
বর্তমানকালে অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

- Several critics believe that it is not justified to classify constitutions into 'ideal' and 'perverted'.
- To them, Aristotle's classification of 'Democracy' as a perverted constitution is not acceptable in contemporary times.

- অনেক সমালোচক মনে করেন যে আদর্শ ও বিকৃত শ্রেণীবিভাগ ন্যায় সঙ্গত নয়।
- তাঁদের মতে অ্যারিস্টটল গণতন্ত্রকে বিকৃত সংবিধানের আওতায় ফেলেছেন যা বর্তমানকালে কেউ মেনে নিতে চাইবে না।

Relevance of Aristotle's Classification in Contemporary Times
বর্তমানকালে অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

- It is improper to believe that government run by the poor or majority cannot protect the interest of all.
- The critics maintain that democracy provides maximum freedom to maximum number of people and provides maximum opportunities for development.
- It is for this reason that critics feel that Aristotle's views on democracy is not acceptable.

- গরীব বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হলে তা সমাজের সকলের স্বার্থ সুরক্ষিত করবেনা, এমন ধারণা অমূলক।
- সমালোচকদের মতে গণতন্ত্র সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মানুষকে সর্বাধিক স্বাধীনতা এবং বিকাশের জন্য সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে।
- এই কারণে গণতন্ত্র সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের ধারোণাকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে অনেক সমালোচক মনে করেন।

Relevance of Aristotle's Classification in Contemporary Times
বর্তমানকালে অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

- Again, Aristotle's high regards for monarchy might be relevant during his times but it is not relevant in contemporary times.

- আবার, অনেক সমালোচক মনে করেন যে রাজতন্ত্র সম্পর্কে অ্যারিস্টটল যে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন তা সেই সময় প্রাসঙ্গিক হলেও বর্তমানে তা প্রাসঙ্গিক নয়।

Relevance of Aristotle's Classification in Contemporary Times
বর্তমানকালে অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

- Many also object the nomenclature.
- Aristotle has used the words constitution, state and government synonymously which is not acceptable.
- Again, many believe that he has neglected the idea of mixed constitutions like, limited monarchy, parliamentary government, etc.

- নামকরণ নিয়েও অনেকের আপত্তি রয়েছে।
- অ্যারিস্টটল সংবিধান, রাষ্ট্র ও সরকারকে একই আজকাল অচল।
- এছাড়া, অনেকে মনে করেন যে তিনি মিশ্রিত সংবিধানের ধারণাকে উপেক্ষা করেছেন যেমন, সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র, সংসদীয় শাসনতন্ত্র, ইত্যাদি।

Relevance of Aristotle's Classification in Contemporary Times
বর্তমানকালে অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

- However, it is unjustified to criticise and regard Aristotle's classification irrelevant with modern approach. It must be remembered that he laid down such classification some 2,500 years back.
- Yet, many of his concepts have relevance even today.

- তবে আধুনিক দৃষ্টি থেকে অ্যারিস্টটলের সংবিধান শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা করা এবং অপ্রাসঙ্গিক বলে অ্যাখ্যা দেওয়া অন্যায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তিনি সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন।
- তাঁর অনেক ধারণার গুরুত্ব আজও অব্যাহত রয়েছে।

Relevance of Aristotle's Classification in Contemporary Times
বর্তমানকালে অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

- His ideas on tyranny is relevant even today.
- His views that State' s main objective is moral development and that immoral ruler does not have the right to rule – stands valid even today.
- Besides, one finds that Aristotle's ideas about revolution and polity bear similarity with the Marxian thought.

- স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অভিমত আজও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি।
- তাঁর বক্তব্য যে রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হল নৈতিক উৎকর্ষ এবং অনৈতিক রাজার শাসন করার কোন অধিকার নেই, তা আজও প্রাসঙ্গিক রয়েছে।
- এছাড়া, অ্যারিস্টটলের বিপ্লব তত্ত্ব ও পলিটির ধারণার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তাধারার অনেক সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করি।

Relevance of Aristotle's Classification in Contemporary Times
বর্তমানকালে অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা

- Conclusion – In conclusion, it can be said that critics will get answers to their questions if they understand the fact that Aristotle has done the classification of constitutions on the basis of his first hand experience of the political systems of his times.

- উপসংহার – অবশেষে বলা যেতে পারে যে সমালোচকেরা তাঁর শ্রেণীবিভাগের উপর যে প্রশ্নচিহ্ন লাগিয়েছেন তার সঠিক জবাব তাঁরা পেয়ে যাবেন যদি তারা বুঝে উঠতে পারেন যে অ্যারিস্টটল তাঁর শ্রেণীবিভাগ সমসাময়িক নগর-রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

রোমান রাষ্ট্রচিন্তাধারা

Roman Political Thought

- Question : Discuss the contributions and importance of the Roman Political Thought.

ভুমিকা (Introduction)

- গ্রীসে রাজনীতি চর্চার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, রোমে সেই অর্থে সাহিত্যিক চিন্তার মৌলিকতার তেমন কোন ঐতিহ্য নেই।
- তবে রাজনীতিতে রোমানদের স্বতন্ত্র অবদান হল ব্যবহারিক জীবনে অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ও সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে।

- One fails to find that heritage of political discussions in Rome as was present in Greece.
- However, the independent contribution of Romans in politics was in the sphere of practical life, that is, in the sphere of legislation and framing of constitutions.

রোমান আইন তত্ত্ব (Roman Theory of Law)

- রোমের ইতিহাস শুরু হয় নগর-রাষ্ট্র রূপে এবং সেখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।
- প্রারম্ভে, জনসভা (Comitia Curiata) পরিচালিত হত অভিজাতিক শ্রেণীর সদস্যগণ (patricians) দ্বারা।

- The Roman history started with city-state and monarchy was the form of government.
- In the beginning, Comitia Curiata (the legislative body) was run by the patricians (members of aristocracy).

- পরবর্তী কালে সাধারণ জনগণের (plebeians) আন্দোলনের ফলে রাজা সার্ভিয়াস টুলিয়াসের (Servius Tullius) আমলে রোমের সাধারণ নাগরিকের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছিল।
- নতুন জনসভার নামকরণ করা হয় ‘Comitia Centuriata’

- Later on, due to the movement of the common people (plebeians), the Roman King Servius Tullius increased the power of the plebeians.
- The name of the new legislative body was ‘Comitia Centuriata’

- Servius Tullius (578 B.C. – 535 B.C.)

- দেখা যায় যে রাজতন্ত্রের যুগে আইন ব্যবস্থা ধর্মীয় বিধান (religious regulations), প্রথাগত নিয়ম (customs) এবং ন্যায়বোধের ধারণা (conventions) দ্বারা পরিচালিত হত।
- ফলে জনস্বার্থ বিরোধী ক্রিয়াকলাপকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ নয়, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গন্য করা হত।
- এই যুগে আইন ব্যবস্থা লিখিত বা দলিলাকারে গড়ে ওঠে নি।

- It is seen that during the monarchical age, legal system was dominated by religious regulations, customs and conventions.
- Thus, any anti-public activity was not regarded as a crime against the state but was regarded as a crime against God.
- During this age, the legal system was not codified in written form.

- খ্রীষ্টপূর্ব ৫০৯ অব্দে রোমান রাজা Tarquinius Superbus রাজা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হয়।
- কালান্তরে অবশেষে patricians ও plebeians গোষ্ঠীর মধ্যে যাবতীয় পার্থক্য দূর হয় এবং জনসাধারণকে সমান রাজনীতিক ও পৌর ক্ষমতা দেওয়ার ফলে রোমে জাতীয় সংহতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

- In the year 509 B.C., republic was established in Rome after the overthrow of the king Tarquinius Superbus.
- Ultimately, the differences between the patricians and plebeians came to an end and equal political and civil rights were provided to both communities. As a result, Rome witnessed national unity.

Tarquilius Superbas (535 B.C. – 509 B.C.)

- এই প্রজাতন্ত্রের যুগে লিখিত সংকলনের দাবিতে plebeians-রা আন্দোলন শুরু করে।
- এর পরিপ্রেক্ষিতে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫১ অব্দে ‘Decemviri’ নামে দশজনের এক সমিতির উপর আইন সংকলনের ভার দেওয়া হয়।

- During the age of republic, the plebeians started movement for written codification of laws.
- As such, a committee of ten intellectuals named ‘Decemviri’ was constituted in 451 B.C.

Decemviri

- এই সমিতি পুরোনো বিধানগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করে বারোটি তালিকায় সংকলন করে (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪৯ অব্দে)।
- এই সংকলঙ্গুলি ‘দ্বাদশ বিধান’ (Twelve Tables) নামে পরিচিত।
- এগুলি রোমান আইন ব্যবস্থার সুত্রপাত করে।

- This association prepared twelve lists in 449 B.C. by making necessary amendments to old laws.
- This codification came to be known as ‘Twelve Tables’.
- These made the beginning of Roman legal system.

(দ্বাদশ বিধান) Twelve Tables

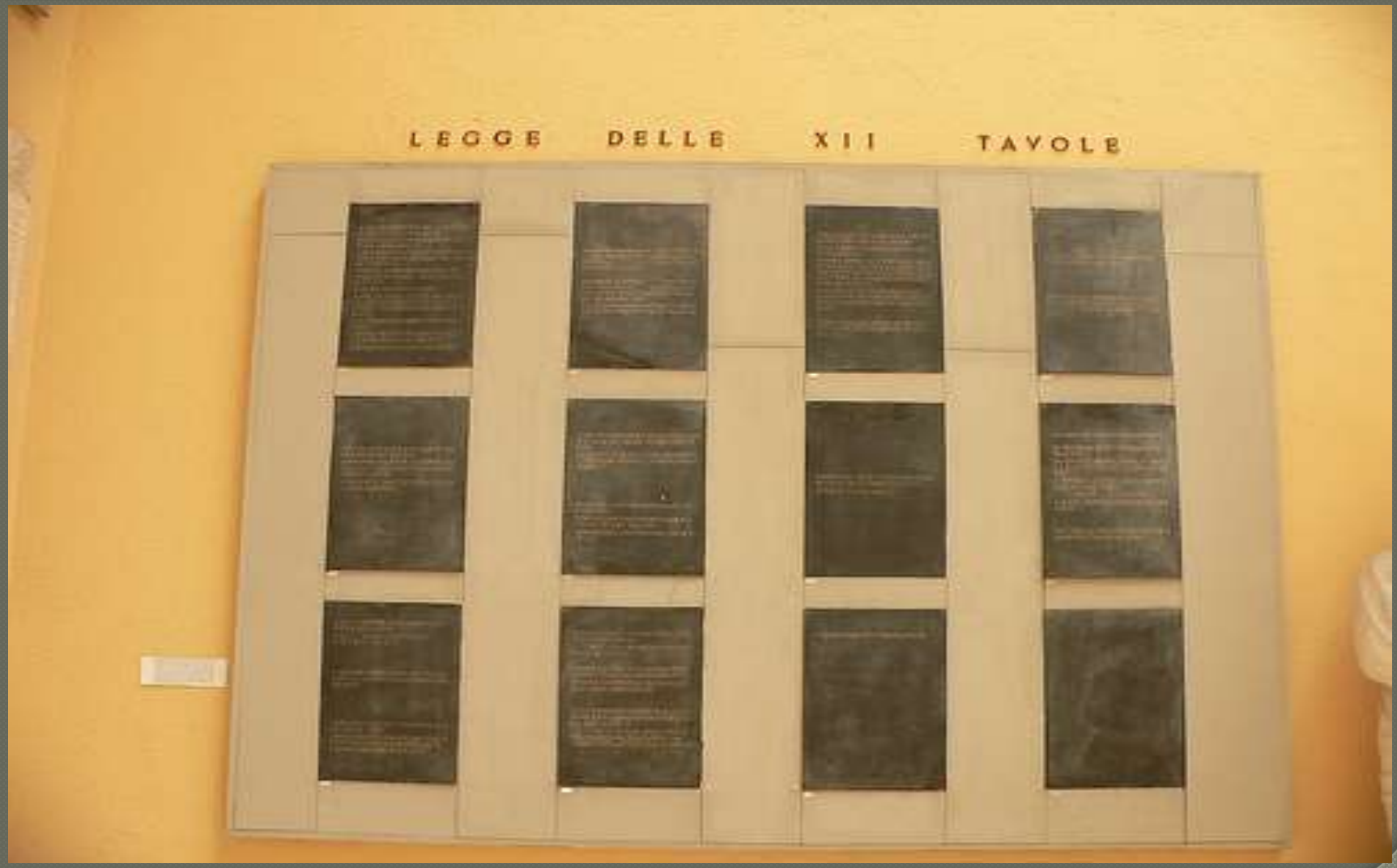

- প্রজাতন্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠার পর রোম তার মনোযোগ বৈদেশিক আক্রমণের দিকে কেন্দ্রীভূত করে এবং অখন্ড রোমান সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটায়।
- এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন Julius Caesar, Augustus ও Constantine মত সম্রাটগণ।

- After the establishment of republic in Rome, it directed its attention for the expansion of its empire and ultimately founded a vast Roman Empire.
- Julius Caesar, Augustus and Constantine played important role in this regard.

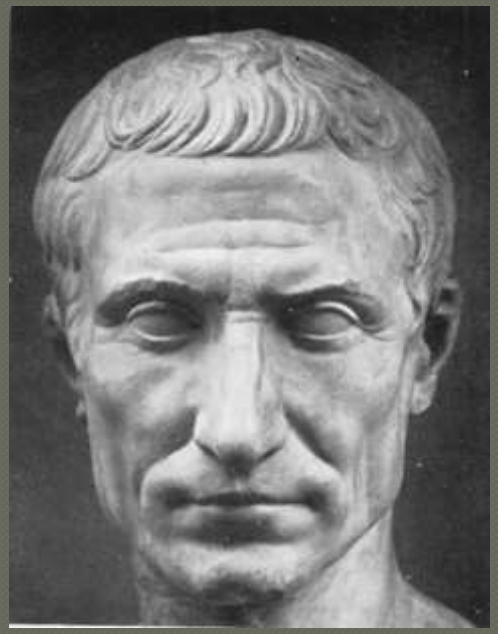

Julius Caesar
Reign-49BC
to 44BC

Augustus
Reign – 27BC
to 14AD

Constantine
Reign – 306AD
to 337 AD

Roman Empire during Constantine's Reign

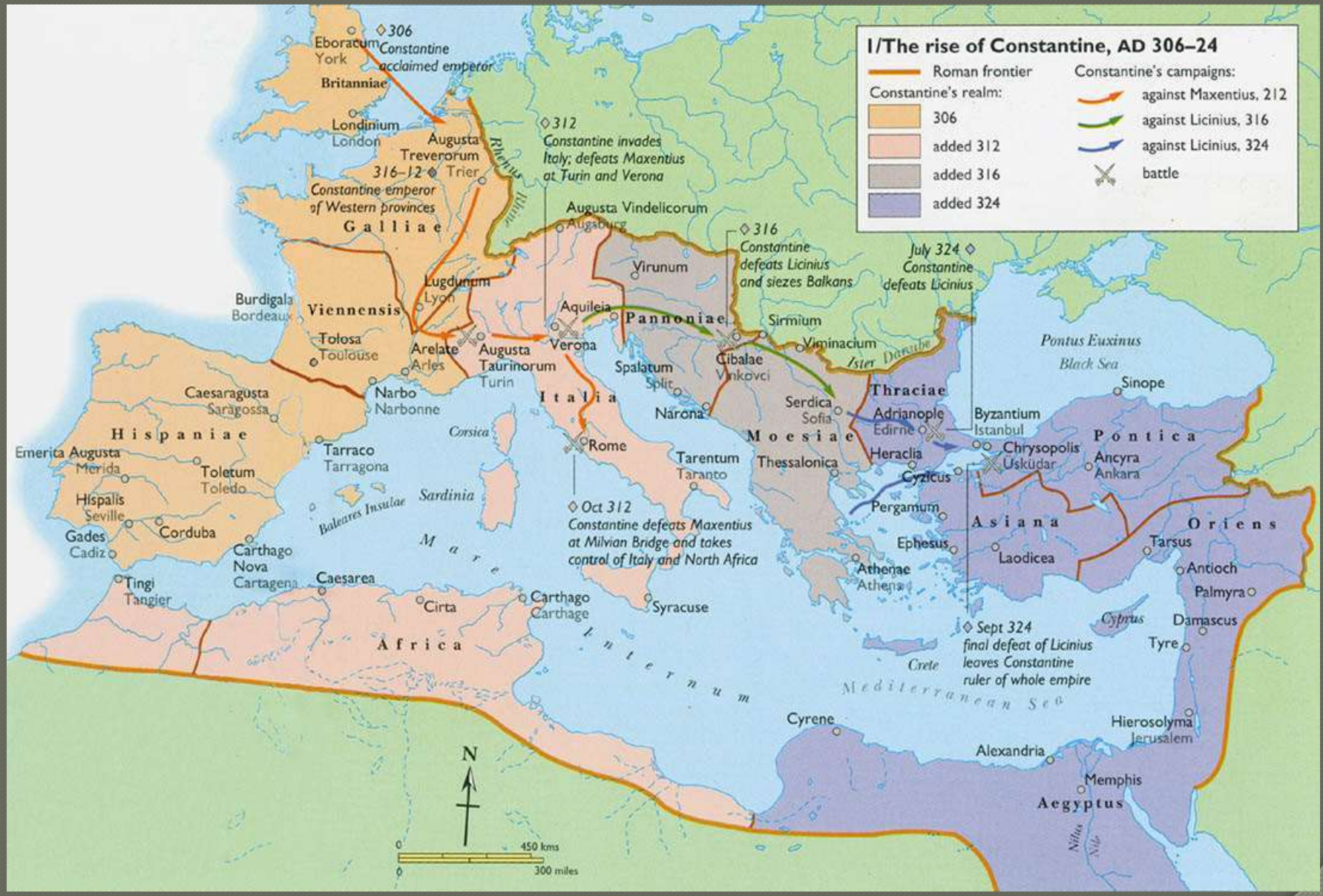

- চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে রোমান বিশ্ব সাম্রাজ্যের ফলে গ্রীসের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও স্বাইয়ত্তশাসনের আদর্শ পরিণত হয় রোমের ঐক্য, শৃঙ্খলা, বিশ্বজনীন আইন ও বিশ্ব মানবিকতার আদর্শে।

- With the establishment of vast Roman Empire, the ideals of democracy, independence and local self government of Greece transformed into the ideals of unity, order, international law and universal humanity of Rome.

- তবে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য দ্বাদশ বিধান (twelve tables) ও অন্যান্য আইনগুলি অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়।
- ফলে বিশ্ব সাম্রাজ্য শাসনের উপযোগী নতুন নতুন আইন প্রনয়ণ করা হয়।
- আইন ক্রমশই একটি উদার ও বিশ্বজনীন চরিত্র লাভ করতে থাকে।

- However, the existing twelve tables and other laws proved inadequate with the expansion of the empire.
- As a result, new laws were framed which were beneficial for the administration.
- As such, laws gradually took a liberal and universal character.

- রোমান আইন সংকলন তার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব লাভ করে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান প্রথম (Justinian I) -এর আমলে।
- এটি জাষ্টিনিয়ান সংহিতা (Code of Justinian) নামে বিখ্যাত।
- এগুলি জারি করা হয় ৫২৯ থেকে ৫৩৪ ক্রিষ্টাব্দের মধ্যে।

- The codification of Roman law reached its zenith during the reign of Emperor Justinian I.
- It is popularly known as ‘Code of Justinian’.
- These were issued between 529 and 534 A.D.

Emperor Justinian (Reign – 527 to 565)

- ‘Code of Justinian’কে প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ
- (১) **The Institute** – এটি হল বিশিষ্ট আইনজীবী দ্বারা বিভিন্ন আইন সম্পর্কিত সমস্যার উপর দেওয়া ব্যাখ্যার সংকলন।

- The ‘Code of Justinian’ can be primarily divided into four parts:
- (1) **The Institute** – It is a collection of lectures given by legal experts on various legal problems.

- (২) **The Digest** – এটি Praetors (বিভিন্ন অঞ্চলের বিচার বিভাগের কর্তা) দ্বারা দেওয়া নির্দেশগুলির (যা আইনের মর্যাদা লাভ করত) সংকলন।
- (৩) **The Decrees** – এটি সাম্রাজ্যের প্রাচীন কালের আইনগুলির সংকলন।
- (৪) **The Novelli** – এটি সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের শাসনকালে প্রবর্তিত আইনসমূহের সংকলন।

- (2) **The Digest** – It is a collection of directives issued by Praetors (judicial officials of different regions).
- (3) **The Decrees** – It is a collection of old laws of the empire.
- (4) **The Novelli** – It is a collection of laws which were framed during the rule of Justinian.

- উপরোক্ত আইন সম্পর্কিত গ্রন্থগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর মধ্যে নিম্ন তিন ধরণের আইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ
- **(১) পৌর আইন (jus civile)** – এই আইনসমুহ বিভিন্ন প্রদেশের নিজস্ব বিশিষ্ট প্রয়োজনকে পূরণ করার জন্য প্রনয়ণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রধানত পরিবার ও সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- On analysing the above books on law, one comes across the following three types of laws:
- **(1) jus civile** – These were devised to fulfil a region's own specific requirement. It primarily included laws related to family and property.

- **(২) সার্বজনীন আইন (jus gentium)** – এই আইন বিশ্বরাষ্ট্রের উপযোগী এক ব্যাপক আইন। রোমান সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে এই আইন সমভাবে প্রযোজ্য ছিল।
- তবে এই আইন বিভিন্ন প্রদেশের প্রথা বা রীতি-নীতি সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে, Praetor-গণ নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা jus gentium-কে বিভিন্ন প্রদেশের প্রথা বা রীতি-নীতির অনুরূপে ব্যাখ্যা করতেন।

- **(2) jus gentium** – This law was equally applicable to the whole of the Roman Empire.
- But if this law was not in conformity with the customs and traditions of a particular region, the Praetors, depending on their insight, interpreted the jus gentium in accordance with the customs and traditions of that region.

- **(৩) প্রাকৃতিক আইন (jus naturale)** – সিসেরো এই ধারণাটিকে রোমে প্রচার করেন। তাঁর মতে, এই আইনের স্থান মানুষের অন্তরেই রয়েছে।
- তাই বলে এটি অপরিবর্তনীয়, অভ্রান্ত ও শাশ্বত। তবে এই আইনকে বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

- **(3) jus naturale** – Cicero, the great Roman philosopher promoted this idea. To him, jus naturale is intrinsic to human beings.
- As such, this is unchangeable, indivisible and universal.

রোমানদের অন্যান্য অবদানগুলি (Other Contributions of the Romans

- আইনের তত্ত্ব ছাড়া রোমানদের রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে অন্যান্য অবদানগুলি হলঃ
- (১) সর্বজনীনতা (Cosmopolitanism) – রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার জাতিগত ও বর্ণগত সংকীর্ণতা ও বিভেদকে অতিক্রম করে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল।

- Other contributions of the Romans in the sphere of political thought are:
- (1) Cosmopolitanism – The expansion of Roman Empire helped in overcoming caste and racial narrowness and differences and sought to establish universal brotherhood.

- (২) জনগণের প্রাধান্য (Supremacy of Masses) – রোমান রাষ্ট্রচিন্তা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল যে জনগণের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা হল আইনের উৎস।
- (৩) কেন্দ্রীভুত স্বৈরতন্ত্র (Centralised Despotism) – অনেক রোমান রাষ্ট্রচিন্তাবিদ মনে করতেন যে একটি সুবৃহৎ সাম্রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীভুত স্বৈরতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে গণতন্ত্র কার্যকরী হয় না।

- (2) Supremacy of Masses – Roman political thinkers sought to establish that people's wish is the source of all law.
- (3) Centralised Despotism – Several Roman philosophers were of the view that centralised despotism is required for the maintenance of unity and order in a vast empire. In such case, democracy is not applicable.

- (৪) আইনকে ধর্ম থেকে মুক্তিকরণ (Separation of Law from Religion) – রোমানদের মতে আইন হল জনগণ ও জনসভার মধ্যে চুক্তির ফলাফল। কিন্তু ধর্ম হল ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যবহার।

- (4) Separation of Law from Religion – Romans believed that law is the outcome of the contract between people and legislative body. On the other hand religion is people's personal behaviour pattern.

রোমান রাষ্ট্রচিন্তার গুরুত্ব
Importance of Roman Political Thought

- (১) আধুনিক আইন শাস্ত্রের (jurisprudence) ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রোমের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য এবং এতি পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্রকে অনুপ্রাণিত করেছে।
- (২) রোমানদের কেন্দ্রীভুত স্বৈরতন্ত্রের ধারণা পরবর্তীকালে জাতীয় রাজার সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের (theory of sovereignty of the national king) ভিত্তি প্রদান করেছে।

- (1) The modern states draw heavily from the jurisprudence of Roman political thought.
- (2) The concept of centralised despotism of the Romans provided the basis for the later theory of sovereignty of the national king.

- (৩) রোমানদের প্রাকৃতিক আইনের ধারণার গুরুত্ব আমরা ফরাসী বিপ্লবে দেখতে পাই যার মূল ভিত্তি ছিল “men are born free and that all men are equal in natural rights.”।
- (৪) আধুনিককালে আন্তর্জাতিক আইন তত্ত্বের (theory of international law) উৎস হিসাবে রোমানদের সর্বজনীন আইনকে (jus gentium) গন্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে Hugo Grotius রোমান চিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

- (3) Roman concept of natural rights immensely influenced French Revolution whose main theme was “men are born free and that all men are equal in natural rights.”.
- (4) The modern theory of international law has its origin in the jus gentium of the Romans. In this regard, Hugo Grotius was specifically influenced by the Romans.

মূল্যায়ন ও উপসংহার
Critical Analysis and Conclusion

- সমালোচকদের মতে রোমান শাসক-গোষ্ঠী মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও, কার্যক্ষেত্রে তাদের স্বৈরাচারিতা প্রকাশ পেতো।
- Doyle-এর ভাষায়, "The democratic idea of the imperium was completely eclipsed by the glory of the imperial majesty." ।

- Critics maintain that though the Roman ruling class talked of democracy, in practice their authoritarianism got highlighted.
- In the words of Doyle, "The democratic idea of the imperium was completely eclipsed by the glory of the imperial majesty."

- অনেকে আবার মনে করেন যে রোম সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদের ধারণাকে সমর্থন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ও অনৈক্যের বীজ বপন করেছে।
- এছাড়া অনেকের মতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও বেশি সুযোগ-সুবিধা অনুগত অঞ্চলগুলিকে দেওয়া হত।

- Again, many believe that by supporting the idea of colonialism and imperialism, the Romans sowed the seed of confrontations among states.
- Besides, many are of the opinion that loyal regions were provided with more privileges.

- উপরোক্ত সমালোচনাগুলির সত্ত্বেও সুশাসনের মূল নীতিগুলির প্রবর্তনের কৃতিত্ব রোমানদের উপরই অর্পণ করা হয়।
- আইন, সংবিধান, সরকার ও শাসননীতি সম্পর্কে যে ধারণাগুলি তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে, ব্যবহারিক রাজনীতির বিকাশে তার গুরুত্ব অপরিসীম।
- এর সঙ্গে বিশ্বরাষ্ট্রের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে ঐক্য, সংহতি, শৃঙ্খলার কঠোর নীতিতে আস্থা প্রকাশ করেছে।

- Despite above criticisms, the Romans are rightly credited for the formulation of principles of good governance.
- The concepts of law, constitution and government as laid down by them are significant in the development of practical politics.
- Moreover, by developing the ideal of world state, they highlighted the strong principles related to unity, integrity and order.

কার্ল মার্ক্স এবং মার্ক্সবাদ ভূমিকা

KARL MARX AND MARXISM INTRODUCTION

- All philosophy teach - All men are brothers
- Economic system practised - Organises human beings into masters and slaves.
- Inequalities largely from private property
- Discovery of agriculture – both boon and bane;
- Boon – settled life and growth of civilisation
- Bane – private property and growth of inequality
- So, debate over equality and inequality since the dawn of civilisation and there have been rebellions of poor against the rich
- Intellectuals sought to resolve this problem through readjustment of the social order.
- So, ideas central to socialism – prerequisite for a just society is equitable distribution of wealth, reward and honour and concern for poor, oppressed and deprived
- However, as a theory, socialism is a modern concept and grew as a reaction to Industrial Revolution and its exploitative nature.

- First indication of socialism in the writings of Francois Babeuf and Fillippo Buonarotti in the aftermath of French Revolution
- These early socialists argued that all individuals had an equal right to the wealth of the earth. They identified private property as a source of inequality and hence demanded its abolition in the hope that it would lead to human sociability.
- The term ‘socialism’ was used in 1827 in Owenite Cooperative Magazine to describe Owenism. It symbolized anything that was opposite to individualism.
- Then came Saint Simon and others.
- Socialists before Karl Marx termed as utopians as most of them failed to provide any clear analysis or which were put forward were generally impracticable.
- Karl Marx sought to put forward a scientific philosophy
- How the present order had come about and how it would be changed in due time into a better one
- Succeeded in his effort - his ideology became the largest mass movement in Europe after the rise of Christianity.
- It became the greatest subversive force in the modern world.

MARX ENGELS LENIN STALIN

The philosophy is virtually MARXISM-ENGELISM-LENINISM-STALINISM. However, popular connotation is Marxism.

- Ideology of Marx is called COMMUNISM.
- It aims at creating a classless society
- In which all the means of production, distribution and exchange will be owned by the community.
- In this system, the state will disappear which is conceived as an instrument of oppression.
- The capitalist order would be abolished through revolution.

- Between abolition of capitalism and establishment of communism, there lies a transitional period.
- The dictatorship of the proletariate or SOCIALISM
- In “Critique of the Gotha Programme” referred as ‘First Phase of Communism’.
- The principle governing socialist society is – “from each according to his ability, to each according to his work”

- The principle governing communist society – “from each according to his ability, to each according to his needs”.
- 1847 - Marx established Communist Party
- To distinguish itself with the Socialist Party of Louis Blanc prevalent in France and other variants of socialism and utopianism.

- However, the talk of disppearance of the state and the establishment of a communist society in future where all men will work for the good of all and there will no longer be any kind of coercion is pure myth.
- Even in erstwhile USSR and other countries, it never passed beyond socialism or specifically state capitalism.

- Communism is a weltanschaung (literal meaning ‘world view’ or ‘philosophy of life’) woven around body of doctrine – philosophic, economic, social and political.
- Claims alone to provide the scientific explanation of the world.
- However, this claim may not stand since one and all fundamental dogmas are very disputable.

- Four apostles of communism, viz., Marx, Engels, Lenin and Stalin.
- The first two lay down the the basis of communist theory and practice
- Lenin and Stalin - application of the doctrines to the new conditions which arose at the beginning of the present century.

BRIEF LIFE SKETCH OF KARL MARX (1818-1883)

- Born in Trier in the Rhineland Province of Prussia on 5th May, 1818.
- Third of eight children and eldest son.
- Ancestors were rabbis.
- Father, a prosperous lawyer, got baptised threatened by anti-jewish laws after the fall of Napolean.

- In school leaving examination in 1835, he wrote,

"When we have chosen the vocation in which we can contribute most to humanity, burdens cannot bend us because they are sacrifices for all. Then we experience no meagre, limited, egotistic joy, but our happiness belongs to millions, our deeds live on quitely but eternally effective, and glowing tears of noble men will fall on our ashes."

- 1836 – Joined University of Bonn as student of Faculty of Law.
- Like other students of his age wrote poems feverishly (for next door neighbour Jenny von Westphalen whom he married later on); spent money lavishly; engaged in duelling; and once imprisoned for disturbing the night peace with drunken noise.
- 1837 – Shifted himself to University of Berlin. Remained till 1841. Coming in contact with Hegelians changed him completely. Now, entirely avoided the society of friends and studied to the point of exhaustion.

- As sought to pursue teaching career, hurriedly took a dry subject for Ph.D – 'The Difference Between Natural Philosophies of Democritus and Epicurus".
- However, unable to get teaching job, he turned to journalism.
- 1842 – wrote articles for *Deutsche Jahrbucher* – published from Trier.
- 1842, April – Shifted to Bonn and started writing for *Rheinische Zeitung*.
- Marx, through his writings made a great impression. To be understood from the letter of Moses Hess to a friend, " The greatest, perhaps the only, genuine philosopher now alive, who will soon attract the eyes of all Germany…Imagine Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine and Hegel, fused into one person -……-and you have Dr. Marx."

- *Rheinische Zeitung* suppressed for radical writings.
- Shifted to Paris in October, 1943 along with wife and took the editorship of Deutsch-Franzosische Jahrbucher.
- Soon, his colleagues and French Socialists refused collaboration because of his advocacy of violence and atheism.
- In September, met and held long discussion with Engels. Found that their ideas were similar and decided immediately to collaborate on a book.

- January, 1845 – Expelled from France. Moved to Brussels.
- 1846 – Founded a network of communist correspondence committees to keep German, French and English socialists informed about each other's ideas and activities.
- June, 1847 – First Congress of the Communist League held in London. Marx failed to attend for lack of money.
- November, 1847 – Second Annual Congress of the Communist League. Attended by Marx. Decision taken to issue a Manifesto and task entrusted to Marx and Engels.

- February, 1848 – Publication of The Communist Manifesto (the most widely read document among the Communist Literature).
- February-March, 1948 – Popular revolutionary uprising and riots in France and Germany against monarchical authoritarianism. Marx visited several places in both countries.
- June, 1948 – Suppression of the movements. Marx shifted to London.
- Marx's family almost perpetually lived on the verge of starvation.

- Attempted to continue his journalistic activities by founding a monthly entitled Neue Rheinische Zeitung – Revue. Closed after few months due to lack of finances and lack of readers.
- Political activities in 1850 – founded World Association of Revolutionary Communists.

  Split in the Communist League (reason – one faction advocated immediate revolutionary action and Marx viewed impossibility of successful revolution during that period of prosperous economic climate)

- 1851 – Marx's year of worries. Death of his son Guido (1850), daughter Franziska (1851) and son Edgar (1855). Birth of illegitimate son Frederick from maidservant. Political trial prepared by Germany over Marx's Addresses to the Communist League (1850).
- Somehow, maintained his family through meagre earnings from articles given in New York Daily Tribune and German journal, The Revolution published from New York.
- Once in 1852 wrote to Engels, "My wife is ill, little Jenny is ill,……I could not and cannot call the doctor as I have no money for medicine. For 8-10 days I have fed the family on bread and potatoes and it is still questionable whether I can get any together today."

- When German leaders of the Communist League were brought to trial, Marx spent much time collecting evidence to show that the League was merely a secret propaganda society and not actively plotting the overthrow of existing governments. When the accused were convicted in spite of the evidence, Marx published “Revelations Concerning the Cologne Communist Trial”.
- For few years after 1953, his studies and academic writings got interrupted due to financial hardships, domestic troubles and refugee politics.

- Once, during this time, Marx informed Engels of the repercussions of his academic and political activities on their family life, “ My wife tells me everyday that she wishes she were in the grave with the children and really I cannot hold it against her; for the humiliation, torments and fears that we have to endure are in fact indescribable.”
- 1864 onwards – Marx’s financial condition improved dramatically. The death of his mother fetched him 400 pounds and more than twice this amount from the will of his friend, Wilhelm Wolff.

- As a result, he completed the final draft of Volume I of Capital and got it published in September, 1867. It was, wrote Marx, a work to which I have sacrificed health, happiness and family.....
- Marx's last fifteen years of life were mainly political in nature due to his involvement in the activities of International Working Men's Association; drafting of various pronouncements on Continental movements (particularly in opposition to Lassalle's idea of workers' associations financed by the state); support for Irish Home Rule; the shortening of the working day, the transfer of land to common ownership,etc.

- 1881 – Marx's wife Jenny died.
- Never recovered from the blow and died two years later on 14th March 1883.

Karl Marx's Writings

1. 1837 - *Letter to his Father*
2. 1838-41 – *Doctoral Thesis*
3. 1842 – *Articles for Rheinische Zeitung*
4. 1843 – ***Critique of Hegel's Philosophy of Right***
5. 1843-44 – *On the Jewish Question*
6. 1844 – *Towards a Critique of Hegel's Philosophy of Right: Introduction*
7. 1844 – ***Economic and Philosophical Manuscripts or Paris Manuscripts*** (contained about English economists, humanist communism and critique of Hegel's Phenomenology of Spirit)

8. 1844 – *Critical Notes on "The King of Prussia and Social Reform"*
9. 1844-45 – *The Holy Family* (This is the first joint work with Engels and related to Marx's former colleagues Bruno Bauer and his friends)
10. 1845 – ***Theses on Feuerbach***
11. 1846 – ***The German Ideology*** (with Engels and directed against Feuerbach, Bauer, Stirner, etc.)
12. 1846 – *Letter to Annenkov*
13. 1847 – ***The Poverty of Philosophy*** (A reply to Proudhon's book, "The Philosophy of Poverty")

14. 1848 – ***The Communist Manifesto*** (with Engels)
15. 1849 – ***Wage, Labour and Capital*** (Collection of lectures delivered to workmen in Brussels. Published in Neue Rheinische Zeitung. Contains the doctrine of relative pauperisation of the proletariat and the idea of revolutionary terrorism)
16. 1850 – *Addresses of the Central Committee to the Communist League* (deals with the tactics to be followed in the future revolutionary struggles of the proletariat).
17. 1850 – ***The Class Struggles in France*** (containing the significance of 1848 revolution).

18. 1852 – ***The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*** (originally published as series in journal, The Revolution. An allusion to the siezure of power by Napolean the First)
19. 1853 – *Revelations Concerning the Cologne Communist Trial*
20. 1852-1862 – Articles in the *'New York Daily Tribune'*
21. 1857-58 – *Outlines of the Critique of Political Economy*
22. 1859 – ***Critique of Political Economy***

23. 1860 – *Herr Vogt* (answering attacks on himself and his party launched by Karl Vogt).

24. 1862-63 – ***Theories of Surplus Value***

25. 1864 – *Inaugural Address and Rules of the Working Men's International Association*

26. 1865 – ***Capital, Volume III*** (written by Marx in notes form and scribbles. Not published at that time. Later on, his friend and collaborator Engels prepared and edited from his notes and published in the name of Marx in 1894. This volume was subtitled, *The Process of Capitalist Production as a Whole*)

27. 1865 – *Wages, Prices and Profit*

28. 1865 – *Results of the Immediate Process of Production*

29. 1867 – ***Capital, Volume I*** (it contains critical analysis of political economy)

30. 1869-79 – ***Capital, Volume II*** (written by Marx in notes form and scribbles. Not published at that time. Later on, his friend and collaborator Engels prepared and edited from his notes and published in the name of Marx in 1885. This volume was subtitled, *The Process of Circulation of Capital.* Volumes I, II and III of Capital is collectively known as '*Das Capital'*.)

31. 1870 – *Two Addresses on Franco-Prussian War*

32. 1871 - *Address on the Civil War in France*
33. 1875 – *Comments on Bakunin's Statism and Anarchy*
34. 1875 – ***Critique of the Gotha Programme*** (It was published by Engels in 1891)
35. 1879 – *Circular Letter to the Leaders of the German Social Democratic Party*
36. 1881 – *Letter to Vera Sassoulitch*
37. 1882 – *Preface to the Second Russian Edition of the 'Communist Manifesto'*
38. 1883 – *Capital, Volume IV* (written by Marx in manuscript form. Karl Kautsky published it in three volumes between 1905-10 and titled it as *'Theories of Surplus Value'*)

Books by Frederick Engels

The Holy Family; Anti-Duhring; Socialism:Utopia and Scientific; Dialectics of Nature; The Origin of Family, Private Property and the State.

Books by Vladimir Lenin

The State and Revolution; What is to be Done; Imperialism: The Highest Stage of Capitalism

Books by Joseph Stalin

Dialectical and Historical Materialism; History of the Communism; The Road to Power

Three elements of Marxism

(1) A dialectical philosophy borrowed from Hegel but transformed into dialectical materialism from which in turn historical materialism derives.

(2) A system of political economy which includes concepts of capitalism and its contradictions; theory of surplus value; theory of wage; concept of class

(3) A theory of state and revolution which includes characteristics of state; concept of democracy; concept of freedom; class struggle; socialist and non-socialist revolution.

The first element derived from German classical philosophy; the second element British classical political economy; and the third from French revolutionary traditions.

FRAMING OF THE INDIAN CONSTITUTION : COMPOSITION AND ROLE OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA

ভারতের গণপরিষদ : গঠন ও ভূমিকা

CONTENTS TO BE COVERED (আলোচ্য বিষয়বস্তু)

- 1. Background for the Composition of the Constituent Assembly
- 2. Composition of the Constituent Assembly
- 3. Main Objectives of the Constituent Assembly
- 4. Limitations of the Constituent Assembly

- ১। গণপরিষদ গঠনের পটভূমি
- ২। গণপরিষদের গঠন
- ৩। গণপরিষদের মূল উদ্দেশ্যগুলি
- ৪। গণপরিষদের সীমাবদ্ধতাগুলি

BROAD QUESTIONS

- 1. Critically discuss the composition of the Constituent Assembly of India? What were its objectives and drawbacks?
- 2. Discuss the composition and objectives of the Constituent Assembly of India. Do you consider the Constituent Assembly of India as a representative body of the Indian people? Give reasons for your answer.
- 3. What were the constitutional and political developments that led to the formation of the Constituent Assembly of India? Discuss the composition and objectives. What were its limitations?

SHORT QUESTIONS

- 1. Composition of the Constituent Assembly of India
- 2. Objectives of the Constituent Assembly of India

BACKGROUND (পটভূমি)

Reasons behind the constitution of the Constituent Assembly of India:

- Internal reasons:

  1. Quit India Movement

  2. Armed rebellion of the Indian National Army

  3. Loss of faith on bureaucracy, police force and military force.

ভারতের গণপরিষদের গঠনের পেছনে নানা কারণগুলিঃ

- অভ্যন্তরীন কারনগুলিরঃ

  ১। 'ভারত ছাড় আন্দোলন' (Quit India Movement)

  ২। আজাদ হিন্দ ফৌজ' (Indian National Army)-এর সশস্ত্র আন্দোলন

  ৩।আমলাতন্ত্র, পুলিশবাহিনী ও সামরিকবাহিনীর ওপর

QUIT INDIA MOVEMENT(ভারত ছাড় আন্দোলন)

The Women's Regiment
Breaking Traditions
Life in Camp

BACKGROUND (পটভূমি) CONTINUED

- External Reasons:

  1. Weakening of British Empire economically and politically after the Second World War

  2. Shifting of the focus of international relations towards USA and USSR (formerly) in the post Second World War period. Both were sympathetic towards independence of India.

- বাহ্যিক কারণগুলিঃ

  ১। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পরা।

  ২।যুদ্ধের পর, মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উদয় হওয়া। তাঁরা ভারতীয় স্বাধীনতাকে সহানুভুতির চোখে দেখতেন।

BACKGROUND (পটভূমি) CONTINUED

- Due to above reasons, the Labour Party Government constituted a CABINET MISSION. Its purpose was to find out means for Indian independence.
- Members of the Mission : Stafford Cripps, Pethick Lawrence and A.V. Alexander

- উপরিউক্ত কারণে লেবার পার্টি সরকার ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষণা করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রদর্শিত করা।
- মিশনের সদস্যগণঃ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স, পেথিক লরেন্স ও এ ভি আলেকজেন্ডার

MEMBERS OF THE CABINET MISSION(ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যগণ)

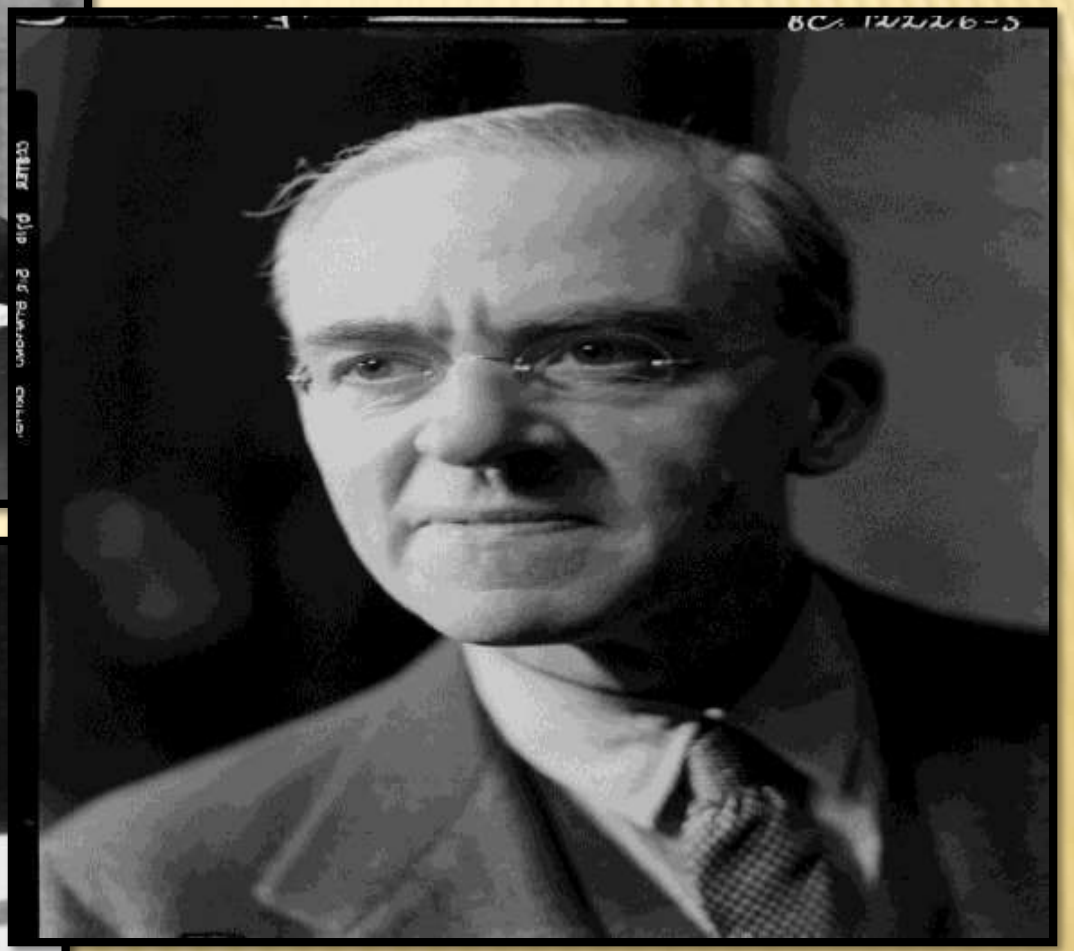

BACKGROUND (পটভূমি) CONTINUED

- Cabinet Mission came to India on 24 March, 1946.
- Held discussions with various political parties
- Laid down ‘CABINET MISSION PLAN’ on 16 May, 1946 for the independence of India

- ১৯৪৬ সালের ২৪এ মার্চ ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যগণ ভারতে পৌঁচান।
- ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করেন
- অবশেষে ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ‘ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা’ উপস্থাপিত করেন

BACKGROUND (পটভূমি) CONTINUED

- Three main contents of the Cabinet Mission Plan :
- 1. Rejection of the demand for Pakistan
- 2. To constitute a CONSTITUENT ASSEMBLY for framing a Constitution for India
- 3. Formation of an INTERIM GOVERNMENT till the framing of the new Constitution

- ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার তিনটি মূল উদ্দেশ্যঃ
- ১। পাকিস্তানের দাবি বাতিল করা।
- ২। ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদের গঠন করা।
- ৩। নতুন সংবিধান রচনা হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত করা।

BACKGROUND (পটভূমি) CONTINUED

- The history for the demand of constitution of a Constituent Assembly can be traced as follows :
- It was M.N.Roy who first laid down such demand in 1928.
- Nehru Report also included such demand in the same year
- The demand was raised in the Faizpur Convention of the Indian National Congress in 1936.
- The Provincial Governments demanded it through Resolutions in 1938.

- গণপরিষদ দাবির ইতিহাসের সন্ধান নিম্নরূপে দেখতে পাওয়া যায়ঃ
- ১। প্রথম বার এম এন রায় ১৯২৮ সালে গণপরিষদের দাবি তুলেছিলেন।
- ২। সেই বৎসরেই নেহরু রিপোর্টের দ্বারা গণপরিষদের দাবি করা হয়।
- ৩। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে এই দাবি তোলা হয়।
- ৪। ১৯৩৮ সালে প্রাদেশিক সরকারের প্রস্তাবগুলির মাধ্যমে এমনই দাবি তোলা হয়।

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY
গণপরিষদের গঠন

According to Cabinet Mission
Total Nos. of Members = 389

- Total Nos. of Members from BRITISH INDIAN PROVINCES = 292
- Total Nos. of Members from INDIAN STATES= 93
- Total Nos. of Members from CHIEF COMMISSIONERS' PROVINCES = 4

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট সদস্য সংখ্যা = ৩৮৯

- ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশের সদস্য সংখ্যা = ২৯২
- দেশীয় রাজ্যের সদস্য সংখ্যা = ৯৩
- চিফ কমিশনার প্রদেশের সদস্য সংখ্যা = ৪

MAP OF PRE-INDEPENDENCE INDIA

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY গণপরিষদের গঠন (CONTINUED)

- The number of seats of each British Indian Province was decided on the basis of population.
- Further, the number of seats of each British Indian Province was divided into three categories : General, Muslim and Sikh.
- The members of each British Indian Province were elected by the members of the Provincial Legislative Assembly

- প্রতিটি ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশের মোট আসন সংখ্যা তার জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।
- আবার প্রতিটি ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশের মোট আসন সংখ্যাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ সাধারন, মুসলিম ও সিখ।
- প্রতিটি ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশের সদস্যরা নির্বাচিত হন সেই প্রদেশের প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যগণ দ্বারা।

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY গণপরিষদের গঠন (CONTINUED)

- According to the Cabinet Mission Plan, the members of the Indian States would be nominated by a 'NEGOTIATING COMMITTEE'
- The members of the Chief Commissioner's Province would be nominated by the Viceroy

- ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী, দেশীয় রাজ্যের সদস্যগণ মনোনীত হবেন একটি 'নেগোশিয়েটিং কমিটি' কর্তৃক।
- চিফ কমিশনার প্রদেশের সদস্যগণ মনোনীত হবেন ভায়সরায় দ্বারা।

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY গণপরিষদের গঠন (CONTINUED)

- The elections and nominations to the Constituent Assembly was held in July, 1946.
- The elections which took place in the British Indian Provinces, the Indian National Congress won 199 seats out of 210 General seats.
- Muslim League secured 73 out of 78 Muslim seats

- গণপরিষদের নির্বাচন ও মনোনেয়ন ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হয়।
- ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশের ২১০ সাধারন আসনের মধ্যে ১৯৯টি আসনে জয়লাভ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।
- ৭৮টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লিগ পায় ৭৩ টি আসন।

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY গণপরিষদের গঠন (CONTINUED)

- Muslim League adopted two resolutions :
- (1) Boycott of Cabinet Mission;
- (2) 'Direct Action' to fulfil the demand of Pakistan from 16th August, 1946.

- মুসলিম লিগ দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করেঃ
- (১) ক্যাবিনেট মিশনের বয়কট;
- (২) ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট থেকে পাকিস্তানের দাবি আদায়ের জন্য 'ডায়রেক্ট অ্যাকশন' শুরু করা।

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY গণপরিষদের গঠন (CONTINUED)

- Communal riots and partition inevitable.
- Membership of the Constituent Assembly reduced to 299 after partition out of which 235 came from British Indian Provinces.

- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশ বিভাজন অবশ্যম্ভাবী।
- গণপরিষদের সদস্যসংখ্যা কমে ২৯৯তে দাঁড়ায় যার মধ্যে ২৩৫টি ছিল ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ থেকে।

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY গণপরিষদের গঠন (CONTINUED)

- The first session of the Constituent Assembly began on 9th December, 1946.
- The oldest member, Sacchidananda Sinha became temporary President.
- On 11th December, Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent President.

- গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।
- সব চেয়ে প্রবীণ সদস্য সচ্চিদানন্দ সিনহাকে অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।
- ১১ই ডিসেম্বরে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ স্থায়ী অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হন।

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY গণপরিষদের গঠন (CONTINUED)

- Several Committees were formed to carry out the work in an orderly manner and efficiently.
- These can be broadly classified into two groups :
- (1) Procedural Matters Committee;
- (2) Substantive Matters Committee

- দক্ষ এবং সুব্যবস্থিত রূপে কার্য পরিচালনার জন্য কতকগুলি কমিটি গঠিত করা হয়।
- এগুলিকে দুটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ
- (১) প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমিতিগুলি;
- (২) বাস্তব বিষয় সংক্রান্ত সমিতিগুলি।

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY গণপরিষদের গঠন (CONTINUED)

- Procedural Matters Committee :
- (1) Rules of Procedure Committee
- (2) Order of Business Committee
- (3) Steering Committee
- (4) Finance and Staff Committee
- (5) Hindi Translation Committee
- (6) Urdu Translation Committee
- (7) Press Gallery Committee
- (8) House Committee

- প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমিতিগুলি
- (১) কার্য বিবরণী সংক্রান্ত সমিতি
- (২) কার্য পরিচালন সংক্রান্ত কমিটি
- (৩) পরিচালক কমিটি
- (৪) অর্থ ও কর্মীনিয়োগ সংক্রান্ত সমিতি
- (৫) হিন্দী অনুবাদ সমিতি
- (৬) উর্দু অনুবাদ কমিটি
- (৭) প্রেস গ্যালারি কমিটি
- (৮) হাউস কমিটি

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY গণপরিষদের গঠন (CONTINUED)

- Substantive Matters Committee:
- (1) Union Powers Committee
- (2) Union Constitution Committee
- (3) Provincial Constitution Committee
- (4) Advisory Committee on Minorities and Fundamental Rights
- (5) Committee on Financial Rights between Centre and States
- (6) Committee on Tribal Areas
- (7) Adhoc Committee on National Flag

- বাস্তব বিষয় সংক্রান্ত সমিতিগুলিঃ
- (১) কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সংক্রান্ত সমিতি
- (২) কেন্দ্রীয় সংবিধান সংক্রান্ত সমিতি
- (৩) প্রাদেশিক সংবিধান সংক্রান্ত সমিতি
- (৪) সংখ্যালঘু ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত পরামর্শদাতা কমিটি
- (৫) কেন্দ্র ও রাজ্যে মধ্যে অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটি
- (৬) উপজাতি অঞ্চল সংক্রান্ত সমিতি
- (৭) জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত অস্থায়ী সমিতি

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY গণপরিষদের গঠন (CONTINUED)

- Drafting Committee formed on 29th August, 1947.
- Dr. B.R.Ambedkar was the Chairman.
- Six other members in the Committee.
- Prepared a Draft Constitution on the basis of the Reports of the various Committees.
- Laid down before the Constituent Assembly on 21st February, 1948.
- There were 395 Articles and 13 Schedules in it.

- ১৯৪৭ সালের ২৯এ আগস্ট একটি খসড়া কমিটি গঠন করা হয়।
- ড্রাঃ বি আর আম্বেডকার অধ্যক্ষ ছিলেন।
- এই কমিটিতে অন্যান্য ছয় জন সদস্য ছিলেন।
- বিভিন্ন কমিটিগুলির রিপোর্টের ভিত্তিতে এই কমিটি একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করে।
- এটি গণপরিষদে পেশ করা হয় ১৯৪৮ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারী।
- এখানে মোটে ৩৯৫টি ধারা এবং ১৩টি তফসিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY গণপরিষদের গঠন (CONTINUED)

- Three readings were done on the Draft Constitution in the Constituent Assembly.
- First Reading – 4th November, 1948 to 9th November, 1948.
- Second Reading – 15th November, 1948 to 17th October, 1949.
- Third Reading – 14the November, 1949 to 26th November, 1949.
- In all, 7635 amendments were proposed out of which 2473 were discussed upon.

- খসড়া সংবিধানের উপর তিন বার আলচনা হয়।
- প্রথম আলোচনা – ১৯৪৮ সালের ৪ই নভেম্বর থেকে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত।
- দ্বিতীয় আলোচনা – ১৯৪৮ সালের ১৫ই নভেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত।
- তৃতীয় আলোচনা – ১৯৪৯ সালের ১৪ই নভেম্বর থেকে ২৬এ নভেম্বর পর্যন্ত।
- মোট ৭৬৩৫ সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয় যার মধ্যে ২৪৭৩টির উপর আলোচনা হয়।

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY গণপরিষদের গঠন (CONTINUED)

- The Constitution of India was finally adopted on 26th November, 1949.
- However, it commenced on 26th January, 1950.

- The Constitution constituted of 395 Articles and 8 Schedules.
- According to Granville Austin, "The adoption of the Constitution of India was the greatest political venture since the Philadelphia Convention".

- অবশেষে ভারতের সংবিধান সদস্যগণ দ্বারা গৃহীত হয় ১৯৪৯ সালের ২৬এ নভেম্বর।
- তবে এটি বাস্তবায়ন করা হয় ১৯৫০ সালের ২৬এ জানুয়ারী যা সাধারণতন্ত্র দিবস হিসাবে পালিত হয়।
- এই সংবিধানে মোট ৩৯৫টি ধারা ও ৮টি তফসিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- গ্রেনভিল অস্টিনের মতে, "The adoption of the Constitution of India was the greatest political venture since the Philadelphia Convention"।

OBJECTIVES OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY
গণপরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ

- Members felt that a need is there to give direction to the Constitution.
- Jawahar Lal Nehru laid down 'Objectives Resolution' – 13th December, 1946.
- The resolution was adopted unanimously on 22nd January, 1947.

- সদস্যগণ অনুভব করেন যে সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে দিশা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- জবহর লাল নেহরু 'উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব' পেশ করেন – ১৯৪৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর।
- সর্বসম্মতি দ্বারা গৃহীত করা হয় – ১৯৪৭ সালের ২২এ জানুয়ারী।

OBJECTIVES OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED) গণপরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ

- The objectives were:
- (1) To proclaim India into an independent sovereign republic and to draw a Constitution for future governance.
- (2) To include British Indian provinces, Indian States and other willing territories in the Indian Union.

- এই উদ্দেশ্যগুলি হলঃ
- (১) ভারতকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌমতা সম্পন্ন, সাধারণতন্ত্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতে শাসন পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান রচনা করা।
- (২) ভারত ইউনিয়নে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্র যা সম্মিলিত হতে চান অন্তর্ভূক্ত করা।

OBJECTIVES OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED) গণপরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ

- (3) To constitute a federal system with residuary powers in the hands of the states.
- (4) To endow upon the people ultimate power over Indian political system.
- (৩) একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং অঙ্গরাজ্যের হস্তে অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করা।
- (৪) ভারতের শাসন ব্যবস্থার চুড়ান্ত ক্ষমতা জনসাধারণের উপর ন্যস্ত করা।

OBJECTIVES OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED) গণপরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ

- (5) To provide to every Indian citizen economic and political justice; equality of status and opportunity; liberty of thought, expression, belief, faith, worship, profession and association.
- (6) To provide adequate safeguards for minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes.

- (৫) ভারতীয় জনসাধারণের জন্যে আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়; মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার সাম্য; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম, উপাসনা, পেশা, সমিতি গঠনের স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত করা।
- (৬) সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও তপসিলি অঞ্চলের স্বার্থ রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।

OBJECTIVES OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED) গণপরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ

- (7) To enjoy sovereign rights over seas and air in accordance with international laws.
- (8) To promote world peace and welfare of mankind.

- (৭) আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সমুদ্র অঞ্চল ও বায়ুর উপর সার্বভৌম অধিকার ভোগ করা।
- (৮) বিশ্ব শান্তি নিশ্চয়তা এবং মানব কল্যান সাধন করা।

OBJECTIVES OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED)
গণপরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ

- Thus, the main purpose of the Objectives Resolution is socio-economic reforms.
- To achieve such purpose, effort was made to include in the Constitution five structural features.

- ফলে উদ্দেশ্য প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কার।
- এই লক্ষ্যে পাঁচটি মৌলিক পরিকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

OBJECTIVES OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED)
গণপরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ

- These are:
- (1) Democratic Socialism
- (2) Parliamentary Form of Government
- (3) Secularism
- (4) Federalism
- (5) Judicial Review

- এগুলি হলঃ
- (১) গণতান্ত্রিক সমাজবাদ
- (২) সংসদীয় শাসনব্যবস্থা
- (৩) ধর্মনিরপেক্ষতা
- (৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা
- (৫) বিচার বিভাগের পর্যালোচনা

LIMITATIONS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY
গণপরিষদের সীমাবদ্ধতা

- Critics lay down certain limitations of the Constituent Assembly:
- (1) Some members regarded that it cannot be regarded as a sovereign institution.
- To them, it was constituted under Cabinet Mission Plan.
- As such, the new Constitution had to be presented before the British Parliament for ratification.

- সমালোচকগণ গণপরিষদের কতকগুলি ত্রুটির ইঙ্গিত দিয়েছেনঃ
- (১) গণপরিষদের কয়েকজন সদস্যগণ এটিকে সার্বভৌম সংস্থা হিসাবে গণ্য করতেন না।
- তাঁদের মতে গণপরিষদের গঠন ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা দ্বারা হয়েছিল।
- ফলে সংবিধান রচনার পর তাকে ব্রিটিশ সংসদের কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

LIMITATIONS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED)
গণপরিষদের সীমাবদ্ধতা

- Again, certain basic features laid down by Plan should not be changed in the new Constitution.
- However, the above criticism is not acceptable because with the passage of Indian Independence Act on 15th August, 1947, the above limitations came to an end and the Constituent Assembly started functioning as a sovereign body.

- আবার, পরিকল্পনা দ্বারা নির্দেশিত কতকগুলি মূল বৈশিষ্ট্যকে নতুন সংবিধানে পরিবর্তন করা যাবে না।
- তবে এই সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সালের ‘ভারতীয় স্বাধীনতা আইন’ দ্বারা উপরোক্ত বাধানিষেধগুলির বিলোপসাধন হয় এবং গণপরিষদ একটি সার্বভৌম সংস্থা হিসাবে পরিচিতি পায়।

LIMITATIONS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED) গণপরিষদের সীমাবদ্ধতা

- Some critics maintained that the composition of the Constituent Assembly was done on religious basis.
- It is so because the seats of the British Indian Provinces was divided into three communities.

- (২) কিছু সমালোচক মনে করেন যে গণপরিষদে গঠন ধর্মীয় ভিত্তিতে করা হয়েছিল।
- কারণ প্রতিটি ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশের আসনগুলিকে তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়েছিল।

LIMITATIONS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED) গণপরিষদের সীমাবদ্ধতা

- However, this criticism is also not correct because it was done to give adequate representation to all communities and avoid dominance of any one community.
- তবে এই সমালোচনাও গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এটা করা হয়েছিল প্রতিটি সম্প্রদায়কে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার জন্য একটি কোনো সম্প্রদায় প্রাধান্য না পায়।

LIMITATIONS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED)
গণপরিষদের সীমাবদ্ধতা

- (3) Another criticism is that there was dominance of lawyers in the Constituent Assembly.
- But one should know that framing a constitution is law based and only those can make it who possess experience on legal issues.

- (৩) আরও একটি সমালোচনা হল যে গণপরিষদে আইনজীবিদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।
- কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সংবিধান রচনার কাজ আইন ভিত্তিক এবং তাঁরাই করতে পারবেন যাদের আইন সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে।

LIMITATIONS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED) গণপরিষদের সীমাবদ্ধতা

- J.P. Narayan and others maintain that the Constituent Assembly was not a representative body.
- It is so because the members were not directly elected.

- জে.পি.নারায়ণ এবং অন্যান্যরা মনে করেন যে গণপরিষদ প্রধিনিধিত্বমূলক সংস্থা ছিল না।
- কারণ এর সদস্যগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হননি।

LIMITATIONS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED) গণপরিষদের সীমাবদ্ধতা

- But at that point of time, it was not possible to hold direct elections.
- It is so because the whole country was in the grip of communal riots.
- Moreover, even if direct elections were held, the composition of the Constituent Assembly would have been more or less same.

- তবে মনে রাখা দরকার যে সেই সময় প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল না।
- কারণ সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়।
- তাছারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও গণপরিষদের গঠন প্রায় এরকমই থাকত।

LIMITATIONS OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY (CONTINUED)
গণপরিষদের সীমাবদ্ধতা

- It is so because most of the members of the Constituent Assembly contested in the 1952 General Elections and were victorious by a huge margin.
- কারণ ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে প্রায় সব সদস্যগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ছিলেন এবং ব্যাপক ব্যবধানে জয়লাভ করে ছিলেন।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

PREAMBLE TO THE CONSTITUTION OF INDIA

- সংবিধানের ভূমিকা।
- দার্শনিক ভিত্তি।
- প্রধান আদর্শ ও নীতিগুলির বর্নণা।
- সংবিধানের কার্যকরী অংশ নয় কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রস্তাবনার সাহায্যে সংবিধানের অস্পষ্ট অংশের অর্থ পরিষ্কার করে নেওয়া যায়।

- Introduction to the Constitution.
- Philosophical base.
- Lays down the ideals and policies.
- Not an integral part of the Constitution but very important.
- Preamble helps in clarifying doubtful portion in the Constitution.

- মূলত চারটি ভাগে বিভক্তিকরণঃ
- (১) সংবিধানের উৎস;
- (২) সংবিধানের প্রকৃতি;
- (৩) সংবিধানের উদ্দেশ্য; এবং
- (৪) সংবিধান গ্রহণের তারিখ।

- Broadly divided into four parts, viz.
- (1) the origin of the constitution;
- (2)nature of the constitution;
- (3)objectives of constitution; and
- (4)date of adoption of the constitution.

- **সংবিধানের উৎস -** প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, “আমরা, ভারতের জনগণ... এই সংবিধান গ্রহণ.....নিজেদের অর্পণ করেছি।”
- ভারতের জনগণই সংবিধানের রচয়িতা এবং চরম সার্বভৌম ক্ষমতার আধার।

- **Origin of Constitution** – The preamble lays down, ‘We, the people of India..... adopt,..... give to ourselves this Constitution.’
- People are the authors of the constitution and are the base for absolute sovereign power.

- সমালোচনা – গণভিত্তির অভাব।
- গণভোটেও পেশ করা হয়নি।
- আইনগত ভিত্তি হল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন।

- Criticisms - lack of mass base.
- Not placed for referendum.
- Its legal base was the Government of India Act, 1935.

- **সংবিধানের প্রকৃতি-**
- সার্বভৌম (sovereign),
- সমাজতান্ত্রিক (socialist),
- ধর্মনিরপেক্ষ (secular),
- গণতান্ত্রিক (democratic),
- সাধারণতন্ত্র (republic)

- Nature of Constitution –
- Sovereign,
- Socialist,
- Secular,
- Democratic,
- Republic.

- **সার্বভৌম (Sovereign) –**
- রাষ্ট্রের নিঙ্কুশ ও অবাধ ক্ষমতা।
- ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রাষ্ট্রীয় আইনই চুড়ান্ত।
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ।
- কমনওয়েলথের সদস্যতা সার্বভৌমিকতা ক্ষুন্ন করে না।

- **Sovereign-**
- Absolute power of the state.
- Within the geographical boundary of India, the state law is absolute.
- Can independently follow foreign policies.
- Membership of the Commonwealth not violation of sovereignty.

- **সমাজতান্ত্রিক (Socialist)**
- অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৯৭৬ সালের ৪২-তম সংশোধনী আইন দ্বারা।
- ‘সমাজতান্ত্রিক’ কথাটি অস্পষ্টতাদোষে দুষ্ট।
- ভারতে সমস্ত উৎপাদন উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
- মিশ্র অর্থনীতি (mixed economy) প্রবর্তন.।

- **Socialist** –
- Incorporated by the 42nd Amendment Act, 1976.
- The word socialism suffers from clarity.
- In India, state ownership over all means of production has not been established.
- Adopted mixed economy.

- ফলে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর অবাধ মুনাফা লুন্ঠণ।
- তবে নির্দেশমূলক নীতির পুরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকার সদিচ্ছার পরিচয় দিয়ে চলেছে।

- Thus, the Indian capitalist class has been earning huge profits.
- However, different governments have shown their intent to achieve the objectives of socialism through directive principles .

- **ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)** –
- ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে
- ধর্মবিরোধী বা অধার্মিক রাষ্ট্রকে বোঝায় না।
- ভারতের কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই।
- সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সমান সুযোগ দান।
- ২৫ থেকে ২৮ নং ধারায় নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার।

- **Secularism** –
- Also incorporated by the 42nd Constitution (Amendment) Act, 1976.
- Does not denote anti-religious state.
- Means no state religion
- Neutral and equal opportunity.
- Right to freedom of religion under Articles 25-28.

- **গণতান্ত্রিক (Democratic)**
- সংকীর্ণ অর্থে রাজনৈতিক গণতন্ত্র - জনগণের প্রতিনিধিগণদের সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন।
- ব্যাপক অর্থে - রাজনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র।
- নির্দেশমূলক নীতিতে এমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

- **Democratic** -
- In narrower sense, political democracy, i.e., people's representatives chosen on the basis of adult franchise.
- In the broader sense, it also signifies social and economic democracy.
- Directive principles seeks to achieve democracy in its broader sense.

- সমালোচকদের মত - নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, প্রভৃতি অগণতান্ত্রিক পন্থা ভারতীয় গণতন্ত্রকে প্রহসণে পরিণত করেছে।
- **সাধারণতন্ত্র (Republic)** – জনগণই রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচিত করে।
- কোন বংশানুক্রমিক রাজপদ থাকে না।
- রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

- Critics maintain - undemocratic process like electoral malpractices, criminalization of politics, etc. have brought a bad name for Indian democracy.
- **Republic** – Head of the state elected by the people.
- No existence of hereditary monarchy.
- The President is indirectly elected by the people for 5 years.

- **সংবিধানের উদ্দেশ্যগুলি** – ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ।
- **ন্যায়বিচার (Justice)** – সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য।
- সামাজিক ন্যায়বিচার - অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন ও অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ।

- **Objectives of the Constitution** – justice, freedom, equality and brotherhood.
- **Justice** –social, economic and political justice .
- Social justice - the practice of untouchability abolished and special provisions for the underprivileged sections.

- অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার - সমান কাজের জন্য সমান বেতন
- রাজনৈতিক ন্যায়বিচার - সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার।
- তবে ভারতে ব্যাপক দরিদ্র ও ধনবৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে দরিদ্র জনগণ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত।

- Economic justice - same wage for same work
- Political justice - Universal adult franchise.
- However, even today poor citizens are largely deprived of justice due to large scale poverty and economic inequality.

- **স্বাধীনতা** (Liberty) –
- চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা
- ১৯ থেকে ২২ নং ধারায় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার।
- ২৫ থেকে ২৮ নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার।

- Liberty –
- Thought, expression, belief, faith and worship
- Fundamental right to freedom under Articles 19-22
- Fundamental right to freedom of religion under Articles 25-28.

- **সমতা (Equality) –**
- মর্যাদা ও সুযোগের
- ১৪ থেকে ১৮ নং ধারায়
- সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্থহীন।
- **ভ্রাতৃত্ববোধ (Brotherhood)**
- জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য।
- তবে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির অশুভ প্রভাব।

- **Equality –**
- Status and opportunity
- Articles 14 to 18
- Liberty and democracy meaningless in absence of equality.
- **Brotherhood -**
- To fulfill the objective of unity and integrity.
- Ill effects of communal and separatist forces

- **উপসংহার (Conclusion)** জনগণের রাজনৈতিক দর্শন ও আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত।
- বহু ক্ষেত্রে প্রস্তাবনার আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেমন, কেশবানন্দ ভারতী মামলা, চন্দ্রভান মামলা, ইত্যাদি।
- সংবিধানের মৌলিক কাঠামো।

- **Conclusion** -
- Political philosophy and desires of Indian citizens.
- Interpretation done in the light of the Preamble, such as, Keshavananda Bharti case, Chandrabhan case, etc.
- Basic feature of our Constitution.

- উপযোগী রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো প্রয়োজন।
- গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রস্তাবনায় ঘোষিত লক্ষ্যগুলো বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

- Urgent need to develop the requisite political, economic and social structures.
- Not been established. As a result, the objectives laid down in the Preamble have not been fully realized.

১৮৫৭ সালের মহাজাগরণের প্রতিফলন

CONSEQUENCES OR POLITICAL IMPLICATIONS OF THE REVOLT OF 1857

- ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নীতিগুলির ফলে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ।
- কোম্পানীর হাতে শাসনভার অর্পণ করা অযৌক্তিক।

- The policies of the British East India Company led to the Great Revolt of 1857.
- Illogical to give the power of administration to the Company.

- ভারত শাসন আইন, ১৮৫৮ দ্বারা কোম্পানী শাসন বিলোপসাধন।
- ভারতের শাসনভার ভারত-সচিবের উপর অর্পণ।
- সাহায্যের জন্য ১৫ সদস্য ভারত শাসন পরিষদ।

- The company rule abolished by the Government of India Act, 1858.
- The responsibility of Indian administration on Secretary of State for India.
- Assited by 15-member India Council.

- জনসম্পর্কের পুরোপুরি অভাব।
- ক্ষোভের ব্যাপারে অজ্ঞাত।
- ফলে প্রশাসনে ভারতীয় প্রতিনিধিত্যের পদক্ষেপ।
- ভারতীয় পরিষদ আইন, ১৯৬১ মাধ্যমে সুচনা।

- Complete absence of public relationship.
- Unaware of the brewing discontent.
- As such, steps for Indian representation in the administration.
- Started with Indian Councils Act, 1961.

- সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন।
- অগ্রে মিশ্রিত বাহিনী।
- ১৮৫৭ সালের পরবর্তীতে জাতি, কৌম ভিত্তিতে বাহিনী গঠন।
- উদ্দেশ্য এক বাহিনীকে অন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার।
- সৈন্যবাহিনীতে ইউরোপীয় হার বৃদ্ধি।
- অগ্রে ১৪%।

- Reorganization of armed forces.
- Priorly, mixed regiment.
- After 1857 organized on the basis of caste, sect.
- Purpose to use one regiment against the other.
- Percentage increase of Europeans
- Before only 14%

- বাংলা সৈন্যবাহিনীতে- 1:2
- মাদ্রাজ ও বোম্বাই সৈন্যবাহিনীতে – 2:5
- গোলন্দাজ বাহিনীর উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব।
- সবচেয়ে উচ্চপদস্থ ভারতীয় আধিকারিক – সুবাদার – ১৯২৬ পর্যন্ত।

- Bengal Army – 1:2
- Madras and Bombay Armies – 2:5
- Monopoly over artillery wing.
- Highest Indian Officer – Subedar – till 1926.

- দেশীয় রাজ্যগুলি সঙ্গে সম্পর্ক পরিবর্তন।
- দুটি নীতি – (১) বাঁধ হিসাবে ব্যবহার; (২) পুরোপুরি ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অধীনে।
- সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি বাতিল।
- দত্তক পুত্র স্বীকৃতি।
- উদ্দেশ্য – রাজনৈতিক অরাজকতার সময় ব্যবহার।

- Change in relationship with the princely states.
- Two policies – (1) use them as buffer or bulwark; (2) subordinating completely to British authority.
- Abolition of policy of annexation.
- Right of adoption granted.
- Purpose-use them during political unrest.

- রেজিডেন্টের মাধ্যমে অধীনে করা।
- অপশাসনের ছুতায় কর্মচারীদের পদচ্যুত বা নিয়োগ।
- আসল উদ্দেশ্য জাতীয়তাবাদী ভাবপ্রবণতা রোধ।
- হস্তক্ষেপের সাহায্যকারী উপাদান – আধুনিক যোগাযোগ – রেলপথ,খাল, ডাকঘর, রাস্তা-ঘাট, ইত্যাদি।
- ভালো দিক – আধুনিক প্রশাসনিক পরিকাঠামোর বিকাশ।

- Complete subordination through Residents.
- On the pretext of maladministration appointed or dismissed officials.
- Real motive – suppression of nationalist sentiments.
- Interference helped by modern communication – railways, roads, canals, post, etc.
- Positive aspect – development of modern administrative institutions.

- প্রশাসনিক নীতির পরিবর্তন।
- অগ্রে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা।
- পরবর্তীতে প্রগতি বা সংস্কার-বিরোধী নীতি।
- ছুতা – ভারতীয়রা স্বায়ত্ব শাসনে উপযুক্ত নয় এবং ব্রিটিশ উপস্থিতি জরুরী।
- (১) বিভাজন ও শাসন নীতি।
- (২) সামজিক সংস্কারের প্রতি উদাসীনতা।
- (৩) অন্নুনত সামাজিক পরিষেবা – বেশী ব্যয় সৈন্যবাহিনীর ও প্রশাসনের উপর।

- Change in administrative policies.
- Earlier, efforts towards modernisation.
- Post 1857 – reactionary policies.
- Excuse – Indians not fit for self governance and British presence needed.
- (1) Divide and Rule policy;
- (2) Indifference towards social reforms;
- (3) Underdeveloped social service – large expenditure on army and civil adm.

- (৪)সুব্যবস্থিতভাবে বর্ণবিদ্বেষ বিস্তার। উচ্চপদে প্রবেশ নিষেধ। বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ নিষেধ।
- (৫)সংবাদ মাধ্যমে বাধা-নিষেধ।

- (4) Systematic promotion of white racism. Excluded from higher services. Excluded from entrance to different places.
- (5)Restriction on freedom of press.

QUESTION : TRACE THE ORIGIN OF THE INDIAN NATIONAL CONGRESS. MAKE AN ASSESSMENT OF MAJOR PURPOSES BEHIND ESTABLISHING THIS PARTY.

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠার সন্ধান পাওয়া যায়ঃ
- সম্পদের নির্গমন তত্ত্ব (theory of drain of wealth),
- লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি,
- লর্ড রিপনের উদার চিন্তাধারা
- ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত বিতর্ক
- সম্পদের নির্গমন তত্ত্ব - নৌরজি, রানাদে এবং রমেশ চন্দ্র দত্ত।

- Indian National Congress establishment traced to:
- Theory of Drain of Wealth
- Reactionary policies of Lord Lytton,
- Liberal policies of Lord Ripon,
- Ilbert Bill Controversy
- Drain of Wealth theory – Naoroji, Ranade and Romesh Ch. Dutta.

- মূল বক্তব্য – ভারতকে খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহকারী একটি দেশে পরিণত করা, এদেশকে পন্যের বাজার হিসাবে ব্যবহার করা এবং ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিণত করা।
- লর্ড লিটন (১৮৭৬-১৮৮০) - ব্রিটিশ বস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক তুলে নেওয়া;
- মুদ্রাযন্ত্র আইন (Vernacular Press Act) এবং
- অস্ত্র আইন (Arms Act)।

- Main element – to transform India into a exporter of food and raw materials, to use it as market of finished products and to use it as British capital investment.
- Lord Lytton (1876-80) – Lifting import duties on British clothes;
- Vernacular Press Act;
- Arms Act.

- ক্ষোভের সৃষ্টি বিশেষ করে বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে।
- বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত যেমন, The British India Association (1851); East India Association (1866); Poona Sarvajanik Sabha (1867); India League (1875); Indian Association (1876); ইত্যাদি।
- এগুলিকে সর্বভারতীয় সংগঠন রূপে আখ্যায়িত করা যায় না।

- Discontentment especially among intellectuals.
- Political associations established from time to time, such as, The British India Association (1951); East India Association (1866); Poona Sarvajanik Sabha (1867); India League (1875); Indian Association (1876); etc.
- These cannot be regarded as All-India Associations.

- **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা** – বীজ বোপন করে ১৮৮৩ সালের ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত বিতর্ক (Ilbert Bill Controversy)।
- ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা ভারতীয় আধিকারিকদের।
- ইউরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয়দের প্রতিবাদ।
- বিলটি বাতিল।
- ভারতীয় নেতৃত্ব বুঝে উঠতে পেরেছিলেন যে একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রয়োজন।

- **Establishment of Indian National Congress** – Traced to Ilbert Bill Controversy of 1883.
- This bill sought to give power to the Indian magistrates to judge European criminals
- Opposition from Europeans and Anglo-Indians.
- Bill not passed.
- Indian leadership understood the need for an all-India organization.

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ - এ.ও. হিউম।
- বোম্বাইতে (২৮-৩১ ডিসেম্বার, ১৮৮৫) ৭২ জন সদস্যকে নিয়ে একটি আলোচনা সভা।
- অধ্যক্ষতা করেন উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি।
- ৭২ জন সদস্যের মধ্যে ৩৯ জন আইনজীবি এবং তাদের প্রাধান্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামে।

- Efforts for INC by A.O.Hume.
- A conference in Bombay (28-31 December) with 72 delegates.
- Presided by Womesh Ch. Banerjee.
- 39 out of 72 lawyers and their dominance throughout the freedom struggle.

- **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য** – বিতর্ক প্রধানতঃ হিউমের ভূমিকা নিয়ে।
- রজনী পাম দত্ত, লালা লাজপত রায়, সী.এফ.অ্যান্ড্রুজ, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, সুনীতি কুমার ঘোষ প্রভৃতি – হিউমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
- বিপন চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী প্রভৃতি – গৌণ ভূমিকা।

- Purpose behind establishment of INC – Controversy regarding role of Hume.
- R.P.Dutta, Lajpat Rai, R.C.Majumder, Suniti Kr. Ghosh etc. – Very important role of Hume.
- Bipan Chandra, Amalesh Tripathi, etc. – Hume's role secondary.

- রমেশ পাম দত্ত (“India Today”) দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা সাত খন্ডের নথিপত্রে।
- লর্ড লিটনের জনবিরোধী নীতিগুলি, ১৮৭৬-৭৭ সালের দুর্ভিক্ষ, ব্যয়বহুল দিল্লী দরবার এবং দেশের তীব্র আর্থিক সংকটের।
- ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে গভীর অসন্তোষ।

- 1
- 2
- 3

- হিউম নিশ্চিত - একটি বিরাট গণবিদ্রোহ ছড়াতে পারে।
- ফলে শিক্ষিত ভারতীয়দের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ।
- যাতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয়দের দাবিগুলি পূরণ এবং ব্রিটিশ বিরোধী রোষের ক্ষয়।
- কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসকের মস্তিষ্ক প্রসূত প্রতিষ্ঠান।
- আর.সি.মজুমদার এবং তারা চাঁদ-এর সমর্থন।

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- লালা লাজপত রায়- ‘Young India - ‘safety valve’ তত্ত্ব।
- উদ্দেশ্য - ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি নয় বরং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কোন হিংসাশ্রয়ী বিপ্লব থেকে রক্ষা করা।
- অ্যান্ড্রুজ ও গিরিজা মুখার্জী সমর্থন জানিয়েছেন।

- 1
- 2
- 3

- এস.আর.মেহরোত্রা এবং সুনীতি কুমার ঘোষ - হিউমের লর্ড রিপনকে লেখা একটি চিঠির উল্লেখ।
- এই চিঠিতে -কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সকল প্রস্তাব লর্ড ডাফেরিন মেনে নিয়েছেন।
- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ সরকারের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ।

- 1
- 2
- 3

- অপরদিকে বিপন চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, সুমিত সরকার - হিউমের ভূমিকা গৌণ।
- বিপন চন্দ্রের (India's Struggle for Freedom) -হিউম বানিজ্য, রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের সচিব এবং তার হাতে স্বরাষ্ট্র বিভাগের নথিপত্র আসবে কি ভাবে।
- নথিগুলি সরকারী রিপোর্ট ছিল না।
- একদল ধার্মিক গুরু তাদের চেলার মাধ্যমে লেখা।

- 1
- 2
- 3
- 4

- সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ব্যাখ্যা - মনগড়া তত্ত্ব।
- ১৮৮৫ সালের পুর্বে ঘটিত ঘটনাগুলি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি।
- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অবস্যম্ভাবী।
- আদিপর্বেই ব্রিটিশ সরকারের রোষের কবলে পড়তে চাননি।
- তাই হিউমের সঙ্গে সহযোগিতা।

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- ‘safety valve’ হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি বরং হিউমকে ‘lightning conductor’ অর্থাৎ বিদ্যুত পরিবাহী হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।
- অমলেশ ত্রিপাঠী (‘Indian National Congress in Freedom Struggle’) - প্রতিষ্ঠার পিছনে কোন ষড়যন্ত্র কাজ করেনি।
- লর্ড ডাফেরিন কখনও এই প্রতিষ্ঠান চাননি।
- ‘microscopic minority’ বলে সমালোচন।

- 1
- 2
- 3
- 4

- বিলোপসাধন ঘটবে।
- হিউমের সম্পর্কে অভিমত - বুদ্ধিমান এবং ভদ্র হলেও, মাথায় ছিট রয়েছে।
- সুমিত সরকার - ডাফেরিনের ব্যক্তিগত কাগজপত্র প্রকাশনার পর ষড়যন্ত্র তত্ত্ব গুরুত্বহীন।
- ১৮৮৫ সালে সবরকম অনুকূল পরিস্থিতি বিদ্যমান।
- তবে হিউম এই প্রক্রিয়াকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সাহায্য করেছিলেন।

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- ফলে হিউমের অবদানকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।
- **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যগুলি** – (১) একটি গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা
- (২) জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিক শিক্ষার সচেতনতার প্রসার ঘটানো।
- (৩) আন্দোলনের জন্য সদর দপ্তরগুলি স্থাপন করা।

- 1
- 2
- 3
- 4

- (৪) জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।
- (৫) জাতীয় ঐক্যের অনুভূতি জাগ্রত করা।
- (৬) মূলতঃ তিন ধরণের দাবি পেশ করা –
- **(ক) রাজনৈতিক** –
(i)পরিষদগুলিতে (Councils) প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- (ii) জীবনযাত্রা সংক্রান্ত অধিকার।

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- নৌরজি ১৯০৬ সালে প্রথম বার স্বরাজের দাবি তোলেন।
- **(খ) অর্থনৈতিক** – (i) সম্পদের নির্গমন রোধ করা;
- (ii) ভূ-রাজস্ব হ্রাস করা;
- (iii) লবণ কর বাতিল;
- (iv) শ্রমিকদের কাজের সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন করা;
- (v) সামরিক ব্যয় হ্রাস;
- এবং (vi) আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠা।

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- **(গ) প্রশাসনিক** – (i) সরকারী চাকুরির ভারতীয়করণ;
- (ii) শোসক আমলাতন্ত্রের সংস্কার;
- (iii) ব্যয়বহুল ও মন্দগতি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার;
- (iv) কল্যাণকারী ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি;
- (v) শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ।

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- **উপসংহার** –প্রারম্ভিককালে জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ শাসনের শোষক প্রবৃতিকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে সফল হয়েছিলেন।
- তবে গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে বিস্তার করতে অসফল হয়েছিলেন।
- শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- সাধারণ জনগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি।
- অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার ‘বিভেদ ও শাসন নীতি’ অবলম্বন।
- তবে জাতীয়তাবাদের জোয়ারকে রোধ করার প্রচেষ্টা অসফল।

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6